

ঋণের বোঝা ও
৬০ হাজার কোটির
খতিয়ান নিয়ে
সরব অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুনঃ রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে শাসক ও বিরোধী- উভয় পক্ষকেই একজেট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানানেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। বিধানসভায় বাজেট ঘোষণার অতিরিক্ত জবাবি ভাষণে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, “গঠনমূলক সমালোচনা অবশ্যই কাম্য। কিন্তু রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে শাসক ও বিরোধী যদি এক সুরে কথা বলে, তবেই বাংলার প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।” বাজেট বিতর্কে বিরোধীদের তোলা প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী জানান, এই বিশাল অর্থনৈতিক সংকট মাথায় নিয়েই নতুন সরকার পথ চলা শুরু করেছে। কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক নিয়ে তাঁর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, যে টাকা কেন্দ্র থেকে আসছে তা তো বিদেশ থেকে আসছে না, ওটা ভারতেরই টাকা। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গও ভারতেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অর্থমন্ত্রী আরও জানান, ইতিমধ্যেই তিনি কেন্দ্র থেকে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা



এ রাজ্যে নিয়ে আসতে পেরেছেন। এর জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এবং অশোক লাহিড়ীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। স্বপনের অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে কীভাবে কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্পের টাকা এ রাজ্যে আসতে দেওয়া হত না, তা এরাই তাঁকে দেখিয়েছেন। এর পাশাপাশি, কিছু সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক সংস্কার করা গেলে কেন্দ্র থেকে আরও ১০ হাজার কোটি টাকা অনুদান হিসেবে পাওয়া যাবে বলেও বিধানসভাকে আশ্বস্ত করেন তিনি। আগের জমানার আর্থিক অনিয়মকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, “আগে যা হয়েছিল, সেটা কি আমরা এত সহজে ভুলে যাব?” তিনি ঘোষণা করেন, খুব শীঘ্রই রাজ্যের প্রতিটা দফতরে ঘটে যাওয়া বিগত অর্থনৈতিক দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরে একটি ‘শ্বেতপত্র’ প্রকাশ করা হবে। ভারতের নিয়ামক ও মহাহিসাব পরীক্ষক প্রতিটা দফতর ধরে ধরে আর্থিক দুর্নীতি খতিয়ে দেখবে এবং সরকার সেই সব রিপোর্ট জনসমক্ষে আনবে। রাজ্য সরকার কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রসঙ্গে পূর্বতন সরকারকে বিধে তিনি বলেন, আগের জমানায় ডিএ দেওয়া হয়েছিল মাত্র ৪ শতাংশ। রাজ্য সরকার কর্মচারীরা মনের মধ্যে ক্ষোভ নিয়ে থাকলে তাঁরা কাজ করতে পারেন না। নতুন সরকার সেই ক্ষোভ প্রশমনের একটি চেষ্টা করেছে মাত্র। আগামী মার্চ মাসে যখন পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হবে, তখন কর্মচারীদের বেতন কাটামো অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে বলে বড় আশ্বাস

● এরপর ৬ পাতায়...

তারাতলা বিপর্যয়

কতজন শ্রমিক চাপা পড়েছেন,
কোনও হদিশ নেই! ‘সিট’ গঠন



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুনঃ তারাতলার বিপর্যয়ের তদন্তে এবার বিশেষ তদন্তকারী দল বা ‘সিট’ গঠন করল লালবাজার। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হাত ধরে এই ৫ সদস্যের সিট গঠিত হয়েছে, যার নেতৃত্বে রয়েছেন স্বয়ং ডিসিভিডি। আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘটনা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দেন কলকাতা পুলিশের অ্যাডিশনাল সিপি (ক্রাইম) কৃণাল আগরওয়াল। নির্মাণকারী সংস্থা, জমি লিজ প্রাপক এবং এর পেছনে থাকা মূল পাতাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার কঠোর ধারা-অনিচ্ছাকৃত খুন, খুনের চেষ্টা

এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৫ জনকে প্রেক্ষতার করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেজাজতে চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। ধৃতদের তালিকায় থাকা গুদামটির মূল মালিক শম্মুনাথ বেহরার পাশাপাশি বাকিদেরও অপরাধের পুরনো খতিয়ান খুঁজতে শুরু করেছে লালবাজারের গোয়েন্দারা। পুলিশের তদন্তে নেমে ধৃত এবং এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অন্ধকার অতীত ও অপরাধমূলক রেকর্ড সামনে আসতে শুরু করেছে। লালবাজার

সূত্রে জানা গেছে-(১) সৈয়দ মহম্মদ গুলজার (ধৃত বিল্ডিং সুপারভাইজার)-এই বহুতল গুদামটির তারাকির দায়িত্বে থাকা ধৃত সুপারভাইজার গুলজার হোসেন ওরফে সৈয়দ মহম্মদ গুলজার আদতে এক দাগী অপরাধী। কলকাতা পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী, একবালপুর থানায় তার বিরুদ্ধে মারপিট, দাঙ্গা ও তোলাবাজির পুরনো মামলা রয়েছে। (২) আসগার হোসেন (মৃত লেবার সাপ্লায়ার)- যে টিকাদার বা লেবার সাপ্লায়ারের মাধ্যমে এই সাইটে ৫০ থেকে ৬০ জন শ্রমিককে নিয়ে এসে

● এরপর ৬ পাতায়...

‘তদন্তে গা-ছাড়া মনোভাব
দেখাচ্ছে সিবিআই’, আরজি
কর মামলায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুনঃ আরজি কর মামলায় সিবিআই তদন্ত নিয়ে ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। চার্জশিট দাখিলের প্রায় দেড় বছর পরেও কেন তদন্ত শেষ হয়নি? সিবিআই তদন্তে গা ছাড়া মনোভাব দেখাচ্ছে। আজ আরজি কর মামলায় শুনানিতে এমনিই মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থধর ঘোষ। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে আরজি কর মামলার রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই। গত ২১ মে সিবিআইকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই মতো এদিন রিপোর্ট জমা দিয়ে আদালতে সিবিআই জানিয়েছে, নির্দেশ অনুযায়ী তিন সদস্যের সিট গঠন করা হয়েছে। কিন্তু, বিচারপতি শম্পা সরকারের মন্তব্য, আদালতের নির্দেশই বুঝতে বার্তা হয়েছে সিবিআই। আজ আরজি কর মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থধর ঘোষের বেঞ্চে মামলার শুনানি চলছে। এদিন, সিবিআই তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন দুই বিচারপতি। আজ সিবিআই রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর বিচারপতি শম্পা সরকার প্রশ্ন তোলেন, সিবিআই তদন্তে হস্তান্তরে দেরি, তথ্য প্রমাণ বিনষ্ট করার জন্য কারা দায়ী? কারণ এটাও তো একটা অপরাধ। একইসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, পরিবারের কী অভিযোগ রয়েছে? কেউ অপরাধীদের আচল করার চেষ্টা করেছে সেটাও তো সিবিআইকে খুঁজ বের করতে হবে। বিচারপতির মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সিবিআই জানিয়েছে, তাঁরা একাধিকবার সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেছেন, পরিবারের সব বক্তব্য শুনে উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু, মায়ের বক্তব্য কোথায়, প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি শম্পা সরকার। সিবিআই

● এরপর ৬ পাতায়...

পশ্চিমবঙ্গেও অভিন্ন
দেওয়ানি বিধি আনতে চায়
শুভেন্দুর সরকার



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুনঃ উত্তরাখণ্ড, গুজরাত ও অসমের পর এবার পশ্চিমবঙ্গেও অভিন্ন দেওয়ানি আইন চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে শুভেন্দু অধিকারী সরকার। নবাম সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই চলতি বিধানসভা অধিবেশনে এ সংক্রান্ত বিল পেশ করা হতে পারে। বিলটি পাশ হলে উত্তরাখণ্ড, গুজরাত ও অসমের পর পশ্চিমবঙ্গ হবে অভিন্ন দেওয়ানি আইন কার্যকর করা চতুর্থ বিজেপি-শাসিত রাজ্য। নবামের একাধিক সূত্রের দাবি, নতুন সরকার মনে করছে, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ এবং লিভ-ইন সম্পর্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তে একটি অভিন্ন দেওয়ানি আইন চালু হলে আইনের শাসন আরও শক্তিশালী হবে এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সম্প্রতি অসম বিধানসভায় দীর্ঘ বিতর্কের পর ইউসিসি বিল পাশ হয়েছে। সেই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা দাবি করেন, এটি কেবল বিজেপির রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির একটি দীর্ঘদিনের অপূর্ণ প্রতিক্রিয়া। এমনকি গণপরিষদের বিতর্কের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর কংগ্রেসও একসময় অভিন্ন দেওয়ানি আইনের পক্ষেই ছিল। অসম সরকারের বক্তব্য, এই আইন মূলত বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, লিভ-ইন সম্পর্কের নিষিদ্ধিকরণ এবং বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার মতো বিষয়গুলিকে এক ছাতর তলায় আনবে। পাশাপাশি নারী অধিকার ও লিঙ্গ-সমতা প্রতিষ্ঠাই এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য। তবে অসমের আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। সেখানকার জনজাতি সম্প্রদায়কে এই আইনের আওতার বাইরে

● এরপর ৬ পাতায়...

‘প্রাক্তন মেয়রের সই
আছে, কাউকে ছাড়ব না’

তারাতলা কাণ্ডে বিধানসভায় নথি দেখিয়ে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুনঃ তারাতলার গুদাম বিপর্যয় নিয়ে এবার রাজ্য বিধানসভায় অন্দরে বিস্ফোরক বিবৃতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার রাতে কলকাতা পুরসভার জমা দেওয়া প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টের রেশ টেনেই বৃহস্পতিবার ভরা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ও বিশেষ করে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তিনি। ঘটনার তীব্র নিন্দা ও গভীর শোকপ্রকাশ করে মৃতদের পরিবার ও আহতদের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন - এই গাফিলতির পিছনে থাকা কাউকেই রেয়াত করা হবে না। এর আগে বুধবারই প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম দাবি করেছিলেন যে, ওই

গুদামটি কে বানাচ্ছিল বা তার নকশা কেমন ছিল, সেই নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র কোনও ‘আইডিয়া নেই’। প্রাক্তন মেয়রের সেই বয়ানকে বিতর্কিত গুদাম নির্মাণের মূল ফাইলের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, এবং সেই অনুমোদন পত্রে স্বয়ং প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের

সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে এদিন বিধানসভায় কক্ষে দাঁড়িয়ে সরাসরি সরকারি নথি ও ফাইল উঁচিয়ে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি প্রমাণসহ দাবি করেন, চলতি ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসেই এই

গিয়ে নজরদারি চালানোর দায়িত্ব ছিল। তাঁদের নাম ধরে ধরে গাফিলতির খতিয়ান পেশ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পুরসভার সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর শেখ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নির্মলেন্দু সর্দার এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রঞ্জন দাসের চরম কর্তব্যে গাফিলতি ও উদাসীনতা এই রিপোর্টের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধেও কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, দুর্ঘটনার পর পুলিশি অ্যাকশনের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ৫ জনকে প্রেক্ষতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের তালিকায় রয়েছে- গুলজার হোসেন (আজগরের সুপারভাইজার), কমল সামন্ত

● এরপর ৬ পাতায়...

কোন কোন এলাকার সব নির্মীয়মান কাজ বন্ধ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুনঃ তারাতলা বিপর্যয়ের জের, বুধবারই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, কলকাতা সমস্ত নির্মাণ আপাতত বন্ধ থাকবে। কোন কোন জায়গায় নির্মাণ বন্ধ থাকবে, বৃহস্পতিবার তা বিধানসভায় স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট বলে দেন, “আমরা চার সপ্তাহ কলকাতা

পরগনার বিষ্ণুপুর গ্রামীণ এলাকা, সোনারপুর, বারইপুর পুর এলাকায়, সব নির্মীয়মান কাজ জরুরি পরিষেবা ছাড়া বন্ধ রাখা হল।” পাশাপাশি সমস্ত প্ল্যান অডিট করার জন্য একটি টিমও গঠন করার কথা তিনি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, “সব প্ল্যান অডিট হবে, অডিট করার জন্য কমিটি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে।” তিনি জানিয়েছেন, কমিটির মাধ্যম

থাকবেন, আইএএস অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি খলিল আহমেদ, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি রাজেশ কুমার সিনহা, নগরপাল অজয় নন্দ, পুর কমিশনার, প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে, লেবার ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি রচনা ভগত, পিডব্লিউ-র চিফ ইঞ্জিনিয়ার, কেএমসি-র ডিজি বিল্ডিং, দমকলের ডিজি। পাশাপাশি খজাপুর আইআইটি থেকে অধ্যাপক দামোদর মাইতিক হেড সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে

জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, প্রকেন্সর দামোদরকেই মনোনীত করেছেন আইআইটি-র ডিরেক্টর। পাশাপাশি, তৃণমূল আমলের যত বিল্ডিং রয়েছে, তার প্ল্যান, নির্মীয়মান বিল্ডিংয়ের প্ল্যানও অডিট করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, “যতক্ষণ না অডিট সার্টিফিকেট হচ্ছে, কোনও বিল্ডিংয়ে আমরা হাত দিতে দেব না, তারপর তো প্রপার্টি অ্যাটচমেন্ট করে জেল খাটাব।”

জোড়া ভূমিকম্পে লগুভণ্ড ভেনেজুয়েলা!

মৃত অন্তত ১৬৪, ধ্বংসস্তূপে আটকে বহু, ক্ষতি আরও বাড়ার আশঙ্কা

সংবাদ সংস্থা, কারাকাস, ২৫ জুনঃ এক শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলা। বুধবার সন্ধ্যায় পর পর দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকম্পে ক্রিপে উঠল গাি দেশ। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল যথাক্রমে ৭.২ এবং ৭.৫। এই জোড়া ধাক্কায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে শয়ে শয়ে বহুতল। দেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ভেলসি রিভোগেজ জানিয়েছেন, এই মহাবিপর্ষয়ে এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং জখম হয়েছেন ৯৭১ জন। তবে উদ্ধারকাজ মত এগোচ্ছে, এই হাতার হাতের সংখ্যা আরও বহুগুণ বারি অশঙ্কা করা হচ্ছে। কম্পনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে তা প্রতিবেশী দেশগুলিতেও অনুভূত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ‘লা গুয়াইরা’ রাজ্যে। এই এলাকাটিকে ইতিমধ্যেই ‘ডিজাস্টার

জোন’ বা বিপর্যয়প্রস্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি রিভোগেজ। সরকারি টেলিভিশনে দেখানো একটি বুক

অঞ্চলে ধসে যাওয়া বাড়িগুলির তলায় এখনও বহু মানুষ চাপা পড়ে আছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ভেনেজুয়েলার এই কতিন



কাঁপানো দৃশ্য দেখা গেছে। সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া একটি বহুতলের ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ধুলো-বালিতে মাখামাখি তিনটি শিশুকে কণা ঘোষণা করেছে জার্মানি। জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিটোয়ারিয়াস

পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মহল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্গতদের দ্রুত সাহায্য পৌঁছতে নিজেদের বায়ুসেনার কার্গো বিমান পাঠানো কথা ঘোষণা করেছে জার্মানি। জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিটোয়ারিয়াস

এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, “এই সময়ে দ্রুত মানবিক সাহায্য পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি। জার্মানির সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে। ভেনেজুয়েলা সাহায্য চাইলেই আমরা খুব অল্প সময়ের নোটিশে আমাদের ছ’টি ‘এ৪০০এম’ সামরিক পরিবহন বিমান পাঠিয়ে দেব।” এই বিমানগুলির মাধ্যমে জার্মানি থেকে উদ্ধারকারী দল, বিশেষজ্ঞ এবং জরুরি সরঞ্জাম পাঠানো হবে। পাশাপাশি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভেনেজুয়েলার উদ্ধারকাজের সুবিধার্থে তাদের প্রধান স্যাটেলাইট ভিত্তিক আর্থ-মনিটরিং সিস্টেম ‘কোপার্নিকাস প্রোগ্রাম’ সক্রিয় করে দিয়েছে। ইউই-এর ত্রাণ কমিশনার হাডজা লাহবিব জানিয়েছেন, উপগ্রহের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ছবি তুলে উদ্ধারকারীদের পাঠানো হচ্ছে এবং ইউরোপের শরিক দেশগুলি ইতিমধ্যেই মাটিতে নেমে

● এরপর ৬ পাতায়...

ইণ্ডিয়া'র একান্ত নিজস্ব
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক
ডিজিটাল কারেন্সি (সিবিডিসি)
লেনদেন করুন, ঠিক ক্যাশেরই মতন

সিবিডিসি : আরবিআই দ্বারা জারিকৃত ডিজিটাল রুপী

- ✓ আপনার ডিজিটাল ওয়ালেটে স্টোর করা
- ✓ সঠিক খুচরো টাকা খোঁজার দরকার নেই
- ✓ সব QR কোডেই কার্যকর, এমনকি UPI QR-এও
- ✓ লেনদেনের নিরাপদ উপায়

₹140.73 ডেপোজিট করতে হবে

ডিজিটাল রুপী
অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে

আপনার ডিজিটাল রুপী অ্যাপ
ডাউনলোড করুন এখান থেকে
Google Play বা App Store

হারমিলান বৈনস্, ইন্ডিয়ান ট্রাক অ্যান্ডলিট

বিস্তারিত জানার জন্য,
ডিজিট করুন <https://rbi.ektaahai.rbi.org.in/cbdc>

অফিসিয়াল হোমসেঅ্যাপ নম্বরগুলি
99990 91935 / 99309 91935

অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্কসমূহ : অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক • ব্যাঙ্ক অফ বারোদা • ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া • ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র • ক্যানারা ব্যাঙ্ক • স্টেডব্যান্ড ব্যাঙ্ক • এনিসিইএফসি ব্যাঙ্ক • আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক • আইডিবিআই ব্যাঙ্ক • আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক • ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক • ইণ্ডোস্ট্রি ব্যাঙ্ক • কপটিক ব্যাঙ্ক • কোটক মল্লিকা ব্যাঙ্ক • পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক • স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া • ইউকো ব্যাঙ্ক • ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া • ইয়েস ব্যাঙ্ক

অংশগ্রহণকারী ন্যা-ব্যাঙ্কসমূহ : ক্রেডা • মোবিটাইক

জনস্বার্থে প্রচার করছে
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

তারাতলায় নির্মীয়মাণ ভবন বিপর্যয়, বিধানসভায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৫ জুন : কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত তারাতলা এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ বিল্ডিং ভেঙে প্যার ঘটনায় বিধানসভা অধিবেশনে সরকারের তরফে বিবৃতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সভায় তিনি বলেন, এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনা। এই ঘটনায় মৃত্যুর পাশাপাশি বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। রাজ্য সরকারের তরফে এই ঘটনার ওপর প্রতিনিয়ত নজর রাখা হচ্ছে এবং জখমদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করা হয়েছে।তিনি আরও বলেন, অর্থ দিয়ে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হয় না, তবুও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারকে মাথা পিছু ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে আহতদের প্রত্যেকের জন্য এক লাখ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথাও ঘোষণা করেন তিনি।বৃহস্পতিবার অধিবেশনের প্রথমার্ধে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়ে সর্বস্ততার জানান। অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস সভায় আগেই জানিয়েছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পর সভায় দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পাঠ ও উল্লেখ পর্ব শুরু হয়।

জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার অনলাইন আবেদন ও মনোনয়ন আহ্বান শিক্ষা মন্ত্রকের



নয়াদিল্লি(সংবাদ সস্থা), ২৫ জুন : কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৬-এর জন্য অনলাইন আবেদন ও মনোনয়ন আহ্বান করেছে। আবেদন এখন শুরু হয়েছে এবং আগামী মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় পুরস্কার পোর্টালের মাধ্যমে মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ, উদ্ভাবন এবং প্রতিশ্রুতি প্রদর্শনকারী শিক্ষকদের সম্মান জানাতে প্রতি বছর জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার প্রদান করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে চলতি বছরের জাতীয় শিক্ষা পুরস্কারের জন্য অনলাইন আবেদন ও মনোনয়ন করা হয়েছে।

২৭-২৯ জুন সেশেলস সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫ জুন : সেশেলসের রাষ্ট্রপতি ডঃ প্যাট্রিক হারমিনির আমন্ত্রণে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২৭-২৯ জুন সে দেশ সফরে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশেষ অতিথি হিসেবে সেশেলসের জাতীয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনে যোগদান করবেন।এই সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী সেশেলসের রাষ্ট্রপতি হারমিনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার পূর্ণাঙ্গ পরিসর পর্যালোচনা এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করবেন। প্রধানমন্ত্রী সেশেলসের জাতীয় সংসদেও ভাষণ দেবেন এবং প্রাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

ঘোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

জরুরি অবস্থা ছিল সংবিধানের ওপর সরাসরি আঘাত ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫ জুন : জরুরি অবস্থার ভয়াবহ সেই সময়ের কথা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, আজ আমরা সেই সকল ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানাই, যারা ভারতের ইতিহাসের অন্যতম অন্ধকারতম অধ্যায়, জরুরি অবস্থার সময়ে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অবিশ্বলভাবে রক্ষা করেছিলেন। জরুরি অবস্থা ছিল আমাদের সংবিধানের ওপর সরাসরি



আঘাত। এর ফলে নাগরিক স্বাধীনতা হুমি়িত করা হয়েছিল, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিধিনিষেধ আরোপ করা

তারাতলায় গুদামঘর বিপর্যয়ে মৃত্যু বেড়ে ১১, আর্থিক সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৫ জুন : কলকাতার তারাতলায় গুদামঘর বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে আরও ১০টি দেহ। এখনও উদ্ধারকাজ অব্যাহত রয়েছে। উদ্ধারকারী দলের পক্ষ থেকে থেকে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ১৩টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। বৃহস্পতিবারও তারাতলায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন জাতীয় এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। ভিতরে এখনও বেশ কয়েক জন আটকে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। হাইড্রোলিক জেব্রা দিয়ে গুদামের ভেঙে পড়া কাঠামোকে টেনে ধরে রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ঘটনাস্থল থেকে মোট ২৯ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তারের মধ্যে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাকিরা জখম অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে

ইন্দিরা গান্ধীর আসন বাঁচানোর জন্যই জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিলঃরবিশঙ্কর প্রসাদ



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫ জুন : জরুরি অবস্থা জারি নিয়ে কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, শুধুমাত্র ইন্দিরা গান্ধীর আসন বাঁচানোর জন্যই জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু এখন ৫০ বছরে স্মরণ করার সময় এসেছে, কীভাবে জরুরি অবস্থা জারির সময় গণতন্ত্রের সমস্ত প্রতীক ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্মমভাবে পদদলিত করেছিল তকালীন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বধীন কংগ্রেস সরকার।রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেন, জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্ণ হলো। এখন কংগ্রেস দেশে গণতন্ত্র বাঁচানোর কথা বলেন, আর সংবিধান দেখান। আমি জেপি আন্দোলনের একজন যোদ্ধা ছিলাম। জরুরি অবস্থার সময় লড়াই করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন বাতিল করা হয়েছিল, তিনি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন কিন্তু স্বর্গিতাদেশে পাননি, বলা হয়েছিল যে আপনি সদনে আসতে পারেন, কিন্তু কথা বলতে পারবেন না। ইন্দিরা গান্ধীকে বাঁচানোর চেষ্টায় জরুরি অবস্থার অপব্যবহার করা হয়েছিল। শুধুমাত্র ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ার বাঁচানোর জন্যই জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল।

তারাতলা বিপর্যয়ে মৃত্যু বাসন্তীর তরুণের, শোকস্তব্ধ পরিজনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাসন্তী, ২৫ জুন তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোড়াউনের ছাদ ধসে মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর রামচন্দ্র খালির বাসিন্দা সাহিল সর্দারের (১৬)। পরিবারের দাবি, মামাতো দাদাদের সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিল সে। বুধবার দাদা মোস্তাক্কাদের কর্মস্থলে থাকাকালীন আচমকা ছাদ ধসে পড়ে। তাতে বহু শ্রমিকের সঙ্গে চাপা পড়ে সাহিলও। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সাহিলের মৃত্যু হয়। জখম সন্দেহিত-সহ কয়েক জন এসএসকেএম হাসপাতালে



চিকিৎসাধীন। মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছেতেই নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃত ১৬ বছর বয়সী সাহিল সরদারের মা বলেন, সে তার মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল, সোমবার বাড়ি ফিরবে। গতকাল তার মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল এবং আমরা তার সম্পর্কে কোনও খবর পাইনি। পরে জানতে পারি ছেলের মৃত্যু হয়েছে।

হরমুজ প্রণালী দিয়ে রেকর্ড তেল পরিবহণ, বিশ্ব জ্বালানি বাজারে স্বস্তির ইঙ্গিত দেখছেন ট্রাম্প



হয়।তবে মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক বাজারে সেই চাপ অনেকটাই কমছে। ব্রেট ক্রুডের দাম ব্যারেল-পিছু ৪৫ সেন্ট কমে ৭৭.৪৫ ডলারের কাছাকাছি নেমে এসেছে। একইভাবে ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই)-এর দামও ৩৪ সেন্ট কমে প্রায় ৭৩.৫২ ডলারে পৌঁছেছে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক হওয়ায় বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ছে।এই পরিস্থিতির মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে একটি প্রাথমিক সমঝোতা

রেখেছিলেন। আমাদের সকলের জন্য, আমাদের সংবিধান হলো ১৪০ কোটি ভারতীয়ের আকাঙ্ক্ষা, অধিকার এবং কর্তব্যের এক মূর্ত প্রতীক। আমরা সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষা করার জন্য আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার পুনর্যক্ত করছি। আমাদের সংবিধানের চেতনায় পরিচালিত হয়ে, আমরা এমন এক ভারত গড়ে তুলব যা ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের প্রতি সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

শুরু হয়, যা এখনও চলছে। এই বিপর্যয়ের তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পাশাপাশি তারাভারত ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভয়াবহ এই বিপর্যয়ে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত বুধবার কলকাতায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এই দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের নিকটীয়কে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে এককালীন সহায়তা দেওয়া হবে। আহতদের দেওয়া হবে ৫০,০০০ টাকা করে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যাতে সব ধরনের সম্ভাব্য সহায়তা পান তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে।

রাজ্যসভায় ১০ নবনির্বাচিত ও পুনর্নির্বাচিত সদস্যের শপথ গ্রহণ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি. পি. রাধাকৃষ্ণন বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় ১০ জন নবনির্বাচিত ও পুনর্নির্বাচিত সদস্যকে পদ ও গৌরবনীয়তার শপথস্বাক্ষ পাঠ করান।শপথগ্রহকারী সদস্যরা হলেন- প্রবীণ চক্রবর্তী, বেশিশ্রম সামন্তরায়, সানা সন্তীষ বাবু, বিজয় চিন্তাকায়লা, ভাষাম রামকৃষ্ণ, লিঙ্গামনেনি রমেশ, রাজেশ পরমানন্দ শুক্লা, বৈদ্যনাথ রাম, পরিমল নাথওয়ানি এবং তাই টাগাকা। পাঁচজন সদস্য হিন্দিতে, একজন সদস্য ইংরেজিতে, একজন

সদস্য তামিলে এবং তিনজন সদস্য তেলুগু ভাষায় শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে চারজন অল্পবয়স্কদের, দু’জন ঝাড়খণ্ডের এবং একজন করে তামিলনাড়ু, গুজরাট, অরুণাচল প্রদেশ ও ওড়িশার।এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, রাজ্যসভার মহাসচিব পি. সি. মোদী, রাজ্যসভার অন্যান্য সদস্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং রাজ্যসভা সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

অস্কার একাডেমিতে আমন্ত্রিত বিশাল ভরদ্বাজ-সহ একাধিক ভারতীয়



প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমন্ত্রিত সকল সদস্য প্রস্তাব গ্রহণ করলে সংগঠনের মোট সদস্য সংখ্যা বাড়বে ১১,৩১৯-এ, যার মধ্যে ১০,৬৩৮ জন ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সদস্য থাকবেন।নতুন তালিকায় প্রায় অর্ধেকই নারী এবং উল্লেখযোগ্য অংশ এমন সম্প্রদায় থেকে এসেছে, যাদের আগে তুলনা মূলকভাবে কম প্রতিনিধিত্ব ছিল।ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের জন্য এই আমন্ত্রণকে আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি ও প্রভাবের গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে অন্ধকার দিনঃরাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫ জুন : সাল ১৯৭৫, ২৫ জুন। মহারাতের এক আদেশের মাধ্যমে ভারতীয় গণতন্ত্রের আলোকশিখা জ্বৈরপূর্বক নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জরুরি অবস্থার সেই ভয়াবহ স্মৃতিই বৃহস্পতিবার স্মরণ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে রাজনাথ সিং জানান, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ছিল ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে সেই অন্ধকার দিন, যেদিন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। জরুরি অবস্থার সমর্থ, ক্ষমতার দস্তক নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পদদলিত করা হয়েছিল, হাজার হাজার রাজনৈতিক ও সমাজকর্মী, সাংবাদিক এবং সাধারণ নাগরিককে নিরাপত্তা কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছিল এবং ভিন্নমতের কণ্ঠস্বর দমন করা হয়েছিল। সেই যুগে, সংবিধানের মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে দুর্বল করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।রাজনাথ আরও জানান,



প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দিনটিকে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশকে এই অন্ধকার অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গণতন্ত্রের উপর সেই আঘাত কখনও তুলে না যায়। এই দিনটি গণতন্ত্র, নাগরিক স্বাধীনতা এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্যক্ত করার একটি সুযোগও বটে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সংবিধান আমাদের দেশের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং আমাদের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শক্তিশালী ভিত্তি, যার সুরক্ষা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পরিপূরকতা রয়েছে ঃএস জয়শঙ্কর

সিওল, ২৫ জুন : জাহাজ থেকে চিপস পর্যন্ত, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পরিপূরকতা রয়েছে, বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ায় ২০২৬ সালের জেজু শান্তি ও সমৃদ্ধি ফোরামে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেন, এই ফোরামটি একটি খণ্ডিত বিশ্বকে সমস্যা হিসেবে এবং সহযোগিতাকে সমাধান হিসেবে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার বিষয়ে আলোচনা করছে। আমি এই রোগ নির্ণয় এবং প্রতিকার উভয়ের সঙ্গেই একমত। তা সত্ত্বেও, আসুন আমরা দু’টি বিষয় স্বীকার করি। এক, এই খণ্ডন স্থায়ী হতে চলেছে এবং দুই, সম্ভবত এটি পুরোপুরি খারাপ নয়। কিছু ক্ষেত্রে, এমনকি ভালোও। আমরা দেখছি, তার বেশিরভাগই ঘটে যখন সমাজের বিভিন্ন শক্তি সেই বিশ্বাসকেই চ্যালেঞ্জ করে।



সম্পর্কে আমাদের নিজস্বের তিনটি প্রশ্ন করা উচিত। এটি কি দক্ষতার পরিপন্থী? এটি কি স্থিতিশীলতার পরিপন্থী? এটি কি নিরাপত্তার পরিপন্থী? যদি তা হয়েও থাকে, তবে সেই বিষয়গুলো কেবল গভীরতর সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব। এস জয়শঙ্কর বলেন, ভারতে আমরা জানি পরম্পরগত, ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’ অনুসারে, এই বিশ্ব একটি পরিবার। এখন আমাদের চারপাশে যে অস্থিরতা আমরা দেখছি, তার বেশিরভাগই ঘটে যখন সমাজের বিভিন্ন শক্তি সেই বিশ্বাসকেই চ্যালেঞ্জ করে।

নিট পুনঃপরীক্ষা নিয়ে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, তারা হতশঃধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫ জুন : নিট-ইউজি পুনঃপরীক্ষা সূষ্ঠাভাৱেই সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, নিট পুনঃপরীক্ষা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিছু মানুষ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভুল ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা তাদের সর্মথন করে।যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, তারা হতশ হয়েছেন।ব শ্রেরি পাঠ্যবইয়ে জরুরি অবস্থার ওপর একটি অধ্যায় যুক্ত করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, এটি সঠিক। এনসিইআরটি ঠিক কাজটিই করেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিকগুলো জানা ও বোঝা উচিত, যাতে এমন পরিস্থিতি আর না ঘটে। সেই কারণেই এনসিইআরটি বিষয়টি সামনে এনেছে। এনসিইআরটি ভালো কাজ করেছে।

গুরুগ্রামে শুরু ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির শক্তি বিষয়ক মন্ত্রীদের বৈঠক



গুরুগ্রাম(সংবাদ সংস্থা), ২৫ জুন : ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির শক্তি বিষয়ক মন্ত্রীদের ২ দিনের বৈঠক বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে। এবারের আয়োজক দেশ ভারত। হরিয়ানার গুরুগ্রামে আয়োজিত এই বৈঠকে ১১টি সদস্য দেশের শক্তিবিয়য়ক মন্ত্রী ও আধিকারিকরা যোগ দেন। ব্রিকস শক্তি মন্ত্রীদের একাদশমত বৈঠকে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিশ্বজুড়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এখন নবায়নযোগ্য শক্তি, শক্তি রূপান্তরের একটি কেন্দ্রীয় অংশ হয়ে ওঠায় এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হচ্ছে। ভবিষ্যতের গ্রিড রিয়েল-টাইম চাহিদা পরিচালনা করবে, বিপুল পরিমাণ নবায়নযোগ্য শক্তিকে একীভূত করবে, শক্তি সঞ্চয়কে সর্মথন করবে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের ক্ষমতায়ন করবে।তিনি আরও বলেন, এখন সৌর এবং বায়ু শক্তি স্থাপনে ভারত বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশে। এই অপরিহার্য বিষয়টি উপলব্ধি করে, ভারত বিদ্যুৎ খাতের ডিজিটালাইজেশনকে ত্বরান্বিত করতে এবং গ্রিডের দক্ষতা উন্নত করতে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ম্যারি টেটরিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে, ভারত ২৬০ গিগাওয়াট চিহ্নিত সম্ভাবনার বিপরীতে প্রায় ১০০ গিগাওয়াট পাম্পড স্টোরেজ ক্ষমতার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে একটি উচ্চাভিলাষী রোডম্যাপ অনুসরণ করছে। ভারত প্রায় ৮০ গিগাওয়াট বাটারি স্টোরেজেরও লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

বৃষ্টি হয়েই চলেছে মুম্বইয়ে, ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ২৫ জুন : বর্ষা প্রবেশের পর থেকে বৃষ্টি হয়েই চলেছে বাণিজ্যগণালী মুম্বইয়ে। বৃহস্পতিবারও তা অব্যাহত। এদিন সকালবেলা মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়। ইস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে, মহারাষ্ট্র বিধান ভবন, মেরিন ড্রাইভ-সহ বিভিন্ন এলাকায় স্বস্তির বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির দরুণ আবহাওয়া অনেকটাই মনোরম হয়ে উঠেছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মুম্বই এবং পার্শ্ববর্তী

থানে ও পালঘর জেলার জন্য ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বর্ষণ ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। স্কুল ও কলেজ-সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের কোনও ঘোষণা করা হয়নি। বৃহ্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি) এখনও কোনও স্কুল বন্ধের ঘোষণা করেনি বলে জানি।।

রাশিফল

মেঘঃআজ আপনার কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির প্রবল যোগ রয়েছে। বসের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীদের আর্থিক লেনদেনে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। আজ কোনও পুরোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো লাভ পেতে পারেন। দুপুরের পর আকস্মিক কিছু খরচ মানসিক চাপ বাড়তে পারে। বৃঃঃআজকের দিনটি বিশেষভাবে সামঞ্জস্য ও স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজেন। এই সময়ে আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটানোর চেষ্টা করা উচিত।

মিথুনঃআজ আপনার মানসিকভাবে শান্তি থাকা অত্যন্ত জরুরি। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ অতিরিক্ত বাড়তে পারে। কোনও সহকর্মীর উদ্ভান্তিতে পা দেবেন না। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মোটামুটি কাটবে। তবে ঋণ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পেটের সমস্যায় ভোগার আশঙ্কা রয়েছে। সঙ্গের শক্তি হবে **কর্কট রাশি**। আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত বিশেষ। আজ আপনি আপনার আবেগগত দিকগুলির ওপর মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলিতে গভীর সংযোগ অনুভব করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে।

সিংহঃ আজ আর্থিক ক্ষেত্রে বা কোনও চমক অশেষ্ক। করছে। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। অংশীদারি ব্যবসায় আজ লাভজনক হবেন।

কন্যাঃআজকের দিনটি আপনার জন্য সুখকর ও ইতিবাচক। আপনার স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা উন্নত হবে, যার ফলে আপনি নতুন উদ্যমে দিন শুরু করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা প্রশংসিত হবে।শুভদিন।

তুলাঃ আজ তুলা রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থা অস্বস্ত হবে। নতুন কোনও আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে। অফিসে বসের সুনজরে থাকবেন। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনও চুক্তি সহি করতে পারেন। তবে পরিবারের কোনও সদস্যের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। শুভদিন।

বৃশ্চিকঃ আজ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে।বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। শুভদিন ধনুঃ আজ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার বাস্তুসূলবে। আজ আপনি নিজের সৃজনশীলতা ও উদ্দীপনা অনুভব করবেন। স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন এবং আপনার শক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। প্রেম আসতে পারে আজ। মকরঃ আজ আপনার জন্য অনেক ইতিবাচক সুযোগ নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা এবং সহযোগিতার মনোভাব দেখা যাবে।

কুন্ডঃ আজ আপনার আটকে থাকা কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও প্রজেক্টের দায়িত্ব পেতে পারেন। আর্থিক লাভের নতুন পথ উন্মুক্ত হবে।

মীনঃআজ আপনার জন্য আধ্যাত্মিক ও মানসিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সময়। আপনার অন্তর্গুটি আজ খুবই প্রখর থাকবে, যা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। শুভদিনহবে

আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। তবে, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টি হবে বিক্ষিপ্তভাবেই। আগামী সপ্তাহের পর্বন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রায় আপাতত বিশেষ হেরফেরও হবে না, ভ্যাপসা গরম বজায় থাকবে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালেই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, এই মর্মে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিমpong, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি চলবে আগামী সোমবার পর্যন্ত। বৃহস্পতিবারই থেকে উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে বলেও পূর্বাভাস।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৩ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা। বৃষ্টি হয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫২মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২মিনিটে।ভাটা-বেলা ০১টা ৪৯মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। সূর্যঃগুরু সাকল ৪ টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

অবশেষে রক্ষাকবচ চেয়ে মানস ভুঁইয়া ছুটলেন আদালতে

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ জুন ৪ এবার গভীর সংকটে তৃণমূলের একগুচ্ছ ছোট বড় মাঝারি সব মাপের নেতারা। আসণের সরকারের আমলে বহু দুর্নীতি করেও যারা দিবি বুক উঁচু করে যাতায়াত করছিলেন, তাদের দিকে এবার পুলিশের নজর। তারাই এবার যাচ্ছেন হাইকোর্টে রক্ষাকবচের জন্য। সেই তালিকায় এবার নয়া সংযোজন মানস ভুঁইয়া। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রক্ষাকবজ চেয়ে দ্বারস্থ হলেন হাইকোর্টের। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে আরও একজন হলেন মানসবাবু। তৃণমূল জমানায় সোচমস্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। তবে, সম্পত্তি দল ছেড়েছেন সবংয়ের সাত বায়ের অভিযোগ। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, চাকরি দেওয়ার নাম করে আর্থিক প্রতারণা করেছেন। সবং থানার পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বি.এন.এস.-এর ৩১৮(৪)/৬১(২) ধারায় মানদা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগকারীর দাবি, সোট দফতরগুলোতে চাকরি করে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তার বিনিময়ে চাওয়া হয় পাঁচ লক্ষ টাকা। চাকরি পাওয়ার পর থেকে খাতায় সই করে অভিযোগকারীর স্ত্রী মার্চ মাসের বেতন হিসেবে প্রায় ১১ হাজার টাকা পেয়েছিলেন।কিন্তু গত ৬ মে কাজে গেলে তাঁকে আর রেজিস্টারের সই করতে দেওয়া হয়নি। চাকরি থেকে বাদ পড়ায় নানান কট্টুর শিকার হতে হচ্ছে।

পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে তৃণমূল সদস্যদের আনা অনাস্থার ভোটভুটিতে অংশ নেবে না বিজেপি

দূরস্বভাবা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৫ জুন ৪ রাজো পালা বদলেস পরে একের পর এক পৌরসভা, পঞ্চায়েতে সদস্যদের পদত্যাগ কিংবা অনাস্থা আনা হচ্ছে। আর সেই পথে হেঁটে এবারের অনাস্থার আন্দোলন করা হলো বিজিওর কাছে। আর সব দিক দেখে বিভিও অনাস্থার দিন ও সময় নির্ধারণ করে দেন। আর এই ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার জয়নগর দু নং ব্লকের সাহাজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। ২০২৩ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই পঞ্চায়েতে ২০টি আসনের মধ্যে ১১টি আসন পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় বসে। আর ৫ টি আসন পেয়ে বিরোধী দলের আসনে বসে বিজেপি। এছাড়া তিনটি নির্দল ও একটি সিপিএমের সদস্য ও জয়ী হয়। প্রধান হন তৃণমূল কংগ্রেসের আকিজ খান। উপপ্রধান হন পাল্লালাল বৈদ্য এবং বিরোধী দলের নেতা হন বিজেপির প্রসেনজিত সরদার। কিন্তু গত ১২ ই জুন ৮ জন তৃণমূল সদস্য, ১ জন সিপিএমের সদস্য ও দুজন নির্দল সদস্য মিলে সংখ্যা গরিষ্ঠ হিসাবে পঞ্চায়েতের বর্তমান তৃণমূল প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন। এমনকি তারা এই ১১ জন অনাস্থার পক্ষে সই করে তা জয়নগর ২নং বিজিও প্রসেনজিত তা জয়নগর ২নং বিজিও প্রসেনজিত ভট্টাচার্যের কাছে জমা ও দেন। আর বিভিও সব দিক দেখে তাদের দেওয়া অনাস্থা গ্রহণ করে চেটোভুটির দিন নির্ধারণ করে দেন। ইতিমধ্যে এই ১১ জনের মধ্যে একজন তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য ও একজন সিপিএমের সদস্যের স্বামী পুরোনো একটি অপরাধমূল্যকে কেন্দে পুলিশ হেফাজতে আছেন। আর ইতিমধ্যে জনমানসে প্রচার হয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থায় বিজেপির ৫ জন সদস্য প্রধানের পক্ষে আছেন। আর এই অনাস্তা ঘটনার তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয় বিজেপির তরফে। বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার চার নং মন্ডল সভাপতি মন্মল নিলগারী বৃহৎপতিবার সাহাজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দল নেতা বিজেপির প্রসেনজিত সরদার সব মোট ৫ জন বিজেপির সদস্যকে সাথে নিয়ে এই ঘটনার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরলেন। তিনি এদিন বলেন, বিজেপি বর্তমানে রাজ্যে শাসক দলে সই করেছে। তাই দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখনই কোনো ছড়োছড়ি করে কোন অনাস্থার পক্ষে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা সাহাজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বসার ক্ষমতা হারাচ্ছে। দলের দায়িত্বে আছেন সেরকমই দায়িত্ব সামলাবে। তারা অনাস্থার ভোটভুটিতে কোনভাবেই অংশ গ্রহণ করছেন না। তৃণমূল, নির্দল, সিপিএম ও এস ইউ সি আই দলের থেকেই বিজেপি সমদূরদৃষ্ে অবস্থায় রয়েছে। তাদের ৫ জন সদস্যের সাথে তৃণমূলের কোনো সমঝোতা হয় নি। আগামী দিনে কি করণীয় এই পঞ্চায়েতে তার দল ঠিক করে দেবে। আপাতত তারা তৃণমূলেই আনার তৃণমূলের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোটভুটিতে অংশগ্রহণ করছে না। তারা শাহজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের কাছে সোচ্চারুজি সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে এই বাৰ্তাটি জানানলেন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদে কৃষ্ণ গুপ্ত

শূন্যপদে নিয়োগে পুরভোটের জল্পনা তুঙ্গে

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ জুন ৪ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে থাকা রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদে অবশেষে নতুন নিয়োগের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এই গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে নিয়োগ করা হয়েছে প্রবীণ আইএএস অফিসার ড. কৃষ্ণ গুপ্তকে। বৃহস্পতিবার নবাবের তরফে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই নিয়োগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, চলতি মাসের ৩০ জুন আইএএস পদ থেকে অবসর গ্রহণের পরই তিনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্বের গ্রহণ করবেন। এই নিয়োগকে ঘিরে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, গত কয়েক মাস ধরে রাজ্যের একাধিক পুরসভা ও পুরনিগমে নির্বাচিত বোর্ডের পরিবর্তে প্রশাসক বসিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কলকাতা পুরসভাও রয়েছে। ফলে স্থানীয় রণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পুরভোট আয়োজনের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই উঠছিল। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদে নতুন নিয়োগকে আসন্ন পুর নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। রাজ্য প্রশাসনের একাংশের মতে, স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরসভা, পুরনিগম এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের সমস্ত দায়িত্ব এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকে। নির্বাচন সূচি ঘোষণা থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমন্বয় এবং ফলপ্রকাশ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াই কমিশনের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। ফলে কমিশনারের পদ দীর্ঘদিন খালি থাকায় নির্বাচন সংক্রান্ত নানা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে কিছুটা জটিলতা তৈরি হচ্ছিল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে চলতি বছরের



ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই একাধিক পুরসভার নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ দাপ্তার গঠন জরুরি ছিল। নতুন কমিশনার নিয়োগের ফলে সেই প্রক্রিয়া আরও গতি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। নবাবের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতের সংবিধানের ২৪৩(কে) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন আইন, ১৯৯৪-এর সংশ্লিষ্ট ধারার ভিত্তিতে এই নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে সমবায় দফতরের অধিনায়ক ড. কৃষ্ণ গুপ্ত দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার অধিকারী। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দফতরে দায়িত্ব সামলানোর অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। প্রশাসনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কারণেই তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রাক্তন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহার অবসরের পর থেকেই এই পদটি শূন্য ছিল। সেই সময় থেকে নতুন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। অবশেষে সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সরকার ড. কৃষ্ণ গুপ্তর নাম ঘোষণা করল। তাঁর নিয়োগের ফলে স্থানীয় নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রস্তুতি আরও সুসংহত হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামী কয়েক মাস রাজ্যের রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। পুরভোটকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই নিজদের সংগঠন মজবুত করার কাজে নেমে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ শুধু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনের প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও একটা তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এখন নজর থাকবে নতুন কমিশনার দায়িত্ব গ্রহণের পর নির্বাচন সংক্রান্ত পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

ডিজে মামলায় কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ, হাই কোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ জুন ৪ ডিজে সংক্রান্ত মামলায় কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফের কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তাঁর আইনজীবীরা হাই কোর্টে আবেদন জমা দেন। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ২৯ তারিখ এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আদালতের নির্দেশে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিষেকের বক্তব্য, ‘আমি তো বলিনি যে আমার কণ্ঠস্বর নয়, তারপরও নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ছে কেন?’ ঘটনার সুভাপাত গত মে মাসে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক জনসভা ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় একটি জনসভায় তাঁর একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সুত্রপাত হয়। সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, জামি দেখব, ৪ তারিখ রাত ১২টার পর কে বাঁচতে আসে। এই জল্পাদানের কত কক্ষটা আছে, আর দিল্লি থেকে কোন বাবা তাঁদের উদ্দেশ্য করছে আদে, সেটাও দেখব। ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বলছেন, কান বালাপালা করে বেব দা এই বক্তব্য প্রকাশে আসার পর বাণ্ডইআরির এক বাসিন্দা বিধানগণের সাইবার জ্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর মামলার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় রাজ্য পুলিশের অপরূহ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডির হাতে। তদন্তভার গ্রহণের পর সি আই ডি অধিকারিকরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভবানী ভবনে তলব করে দীর্ঘক্ষণ



জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তদন্তের অগ্রগতির স্বার্থে একাধিক তথ্য ও নথিও সংগ্রহ করা হয় বলে জানা যায়। তদন্ত চলাকালীন সিআইডি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে অবস্থিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়িতেও যায়। সেখানে আধিকারিকরা কথা বলেন অসিতি গায়নের সঙ্গে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, তিনি দীর্ঘদিন ধরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন কার্যকলাপ ও অ্যাকাউন্ট পরিচালনার দায়িত্বে যুক্ত ছিলেন। সেই কারণেই তাঁর কাছ থেকেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর তদন্তের স্বার্থে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় সিআইডি। তদন্তকারী সংস্থার আবেদন খতিয়ে দেখে আদালত নমুনা সংগ্রহের অনুমতি দেয়। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেই এবার হাই কোর্টে নতুন আবেদন জানিয়েছেন অভিষেক। তাঁর দাবি, তিনি কখনও সংশ্লিষ্ট বক্তব্য অস্বীকার করেননি। ফলে কণ্ঠস্বর শনাক্তকরণের জন্য নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও এই মামলাকে ঘিরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। একদিকে তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে সিআইডি, অন্যদিকে আইনি পথে সেই পদক্ষেপের বেধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতা। ফলে আগামী ২৯ তারিখ সভ্যবা সুনানিতে আদালত কী পর্যবেক্ষণ দেয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহল ও প্রশাসনিক মহলের একাংশের। ডিজে মামলার সত্তা এবং কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত এই আইনি লড়াই আগামী দিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিতে পারে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

একুশের মঞ্চে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, ‘আমরা বেইমান নই’ বার্তায় সংগঠন শক্ত করার মরিয়্য মমতা শিবির

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ জুন ৪ একসময় একুশে জুলাই মানেই ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তিশপ্তনের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক মঞ্চ। শহিদ স্মরণকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচি ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছিল দলের বার্ষিক রাজনৈতিক মহাসমাবেশে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে আক্রমণ, আগামী দিনের রাজনৈতিক রূপকৌশল ঘোষণা, বিরোধী শিবির থেকে নেতাদের দলে টেনে আনা এবং লক্ষ লক্ষ কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন,সব মিলিয়ে একুশে জুলাই ছিল রাজ্যের রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন। তবে এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এবার একুশের মঞ্চ শুধু একটি মামাশে নয়, বরং সংগঠনের ভিত মজবুত রাখা এবং দলের অস্তিত্ব রক্ষার এক বড় পরীক্ষামণ্ডিক হয়ে উঠতে চলেছে। দলের অন্দরে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, নেতৃত্বকে ঘিরে প্রশ্ন এবং একের পর এক নেতা-জনপ্রতিনিধির বিদ্রোহী অবস্থান তৃণমূলের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। যে দল আজ অন্য রাজনৈতিক দলগুলির দলকে ধরিয়ে নিজদের শক্তি বাড়িয়েছে, তারই সেই এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদের। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সাংগঠনিক জুরে যে অস্থিতিতা তৈরি হয়েছে, তা সামাল দেওয়া এখন দলের কাছে সবচেয়ে বড় কাজ। বহু মাসের, দীর্ঘায়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ নেতা প্রকাশ্যে বা পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব মেনে নিতে অনীহা দেখাচ্ছেন দলের একাংশ। ফলে একুশের মামাশেশকে ঘিরে এবার আলাদা গুরুত্ব তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলের কৌশল ও বদলান্তে শুরু করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। আগের মতো শুধুমাত্র শক্তিশপ্তর্নন বা নতুন যোগদানের উপর জোর না দিয়ে এবার সংগঠনের পুরনো কর্মী-সমর্থকদের আগেও এবং আনুগত্যকে সামনে আনার চেষ্টা করছে তারা। দলের অন্দরে এখন যে নতুন স্রোতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা হল: ‘আমরা বেইমান নই’। এই বার্তার মাধ্যমে নেতৃত্ব এমন এক রাজনৈতিক আবহ তৈরি করেছে চাইছে, যেখানে দলের প্রতি দীর্ঘদিনের আনুগত্যকেই সবচেয়ে বড় সম্পদ হিসেবে তুলে ধরা হবে। দলীয় সূত্রের খবর, যারা দীর্ঘদিন ধরে



দলের হয়ে কাজ করেছেন অথচ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসেননি কিংবা প্রত্যাশিত মর্যাদা পাননি, তাদের এর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নেতৃত্ব মানে করছে, কঠিন সময়ে দলের পাশে থাকা কর্মী-সমর্থকদের সামনে অসংলগ্নভাবে ভর্তি করা আরও শক্ত করা সম্ভব হবে। সেই লক্ষ্যেই একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকেই উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূলের উপাধ্যে এই প্রচারযাত্রারের সূচনা হচ্ছে। ‘আমরা বেইমান নই’ শিরোনামে

একটি বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে এই কর্মসূচিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, এর মাধ্যমে দল স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে যে, যারা বিভিন্ন প্রলোভন বা রাজনৈতিক সমীকরণের কারণে দল ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তাঁদের বিপরীতে এখনও বহু কর্মী-সমর্থক রয়েছেন যারা দলের পতাকা ধরে রেখেছেন। এই কর্মসূতির অন্যতম উদ্দেশ্য উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূলের নবনির্বাচিত সভাপতি কুণাল ঘোষ। সম্প্রতি সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করার পর থেকেই তিনি উত্তর কলকাতা সংগঠনকে নতুনভাবে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে বিদ্রোহী শিবিরে অবস্থান করছেন বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে নতুন নেতৃত্বের সামনে সংগঠনকে পুনর্গঠন করা একটি বড় দায়িত্ব। কুণাল ঘোষের বক্তব্যেও সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। তিনি জানিয়েছেন, তারা এতদিন দলের কাজ করেছেন, অথচ সম্মান পাননি, এবার একুশের মামাশে তাদের জন্য দ দলের কঠিন সময়ে যাঁরা নেতৃত্বের পাশে থেকেছেন, তাঁদের গুরুত্ব বাড়ানের মাধ্যমেই সংগঠনের ভিতকে আরও সুদৃঢ় করতে চায় তৃণমূল। রাজনৈতিক মহলের মতে, এবারের একুশে জুলাই শুধু একটি বার্ষিক সমাবেশ নয়, বরং দলের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হতে চলেছে। বিদ্রোহ, দলত্যাগ এবং সাংগঠনিক সমস্যাগুলির অবলম্বনে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে এনআইএ মালদার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রথমবার সায়েম চৌধুরীকে কালি়াকচ থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তখন বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে তাঁকে প্রশ্ন করা হলেও গ্রেফতার করা হয়নি। তদন্তকারীদের ইঙ্গিত, সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে পর্বাণু তথ্যপ্রমাণ হাতে ছিল না। তবে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সাক্ষ্য, ভিডিও ফুটেজ এবং অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণের পর তদন্তকারীরা নতুন প্রমাণ সংগ্রহ করেন। সেই প্রেক্ষিতেই ফের তাঁকে কলকাতায় তলব করা হয়।

মোথাবাড়ি কাণ্ডে এনআইএ-র জালে কংগ্রেস নেতা সায়েম চৌধুরী, ম্যারাতন জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ জুন ৪ মোথাবাড়িতে বিচারকদের ঘেরাও ও হামলার ঘটনায় তদন্তে বড় পদক্ষেপ করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর কংগ্রেস নেতা তথা মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সায়েম চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কলকাতায় এনআইএ-র দফতরে কয়েক ঘণ্টার ম্যারাতন জেরার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারির ফলে মোথাবাড়ি কাণ্ডের তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল। বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে বিশেষ সক্ষিপ্ত মোকামে কর্মসূচি বা এসআইআইএর কাজকে নিয়ু্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ঘেরাও এবং তাঁদের উপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল মালদহের মোথাবাড়ি এলাকার। ঘটনার পর বিয়টিংর গুরুত্ব পরিচেনা করে তদন্তভার গ্রহণ করে এনআইএ। তদন্তকারীদের দাবি, শুধুমাত্র আহত নশুঙলার প্রশ্ন ছিল না, বরং নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সরকারি ও বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের কাজে বাধা দেওয়ার গুরুতর অভিযোগও এর সঙ্গে জড়িত। এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৭২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে পাশাপাশি ৩১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিটও পেশ করেছে তদন্তকারী সংস্থা। তদন্ত ভাট গিয়েছে, ভতই উঠে এসেছে একাধিক নতুন তথ্য। সেই সূত্র ধরেই তদন্তকারীদের নজরে আসেন কংগ্রেস নেতা সায়েম চৌধুরী, যিনি এলাকায় বাবু চৌধুরী নামেও পরিচিত। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ভিডিও অফিস ঘেরাওয়ের ঘটনায় তারের মেরুমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তদন্ত চলাকালীন একাধিক ভিডিও ফুটেজ এবং অন্যান্য ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ হাতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা। এনআইএ-র

দাবি, ভিডিওগুলিতে দেখা গিয়েছে সায়েম এস আই আর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে উস্কানি দ় লব বক্তব্য রাখছেন, ওই কাজে নিযুক্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যে মন্তব্য করছেন। তদন্তকারীদের মতে, বক্তব্যগুলি পরিস্থিতিতে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছিল এবং পরবর্তী ঘটনাবলীতে প্রভাব পড়ে। শুধু ভিডিও অফিস ঘেরাও নয়, তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, ওই রাতেই বিচারকেরা সরকারি কাজ শেষ করে ফেলার সময় তাঁদের গাড়ির উপর হে হামলা হয়েছিল, তার সঙ্গেও সায়েমের যোগ দেওয়া খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে পাওয়া তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই তাঁকে কলকাতায় তলব করা হয়েছিল বলে এনআইএ সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগেও একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম উঠে এসেছে প্রথমদিকের রাজ্য পুলিশ মোথাবাড়ির আইএসএফ প্রার্থী শাহজাহান আলি কাদরিকে গ্রেফতার করেছিল। পরে তদন্তভার হাতে নিয়ে এনআইএ তাঁকে নিজদের হেফাজতে নেয় ও তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিটও দাখিল করে। আইএসএফের স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা গোলাম রহমানকেও এই মামলায় গ্রেফতার করলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে এনআইএ মালদার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রথমবার সায়েম চৌধুরীকে কালিয়াকচ থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে পর্বাণু তথ্যপ্রমাণ হাতে ছিল না। তবে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সাক্ষ্য, ভিডিও ফুটেজ এবং অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণের পর তদন্তকারীরা নতুন প্রমাণ সংগ্রহ করেন। সেই প্রেক্ষিতেই ফের তাঁকে কলকাতায় তলব করা হয়।

নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে চালু হল বিশেষ টোল ফ্রী নম্বর

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ২৫ জুন ৪ ‘নেশামুক্ত ভারত অভিযান, নিকশিত ভারত কি পহেচান’-ভারত সরকারের এমনই স্লোগানকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে মালদায় চালু হল বিশেষ টোল ফ্রী নম্বর। নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে মালদা জেলায় চালু হল বিশেষ টোল-ফ্রি হেলেলাইন নম্বর। পাশাপাশি মাদকাসক্ত ও মাদক পাচার সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং দ্রুত পদক্ষেপের জন্য একটি কন্ট্রোল রুমও তৈরি করা হয়েছে। এই উদ্যোগকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিক, রিএসএফের প্রতিনিধিরা এবং বিভিন্ন দফতরের কর্তারা। আলোচনা সভায় মাদক বিসোধী সচেতনতা বৃদ্ধি, যুগ সমাজকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করা এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক পাচার রোধে সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, টোল-ফ্রি নম্বরে কোন করে সাধারণ মানুষ গোপনীয়ভাবে তথ্য দিতে পারবেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলা প্রশাসন ও রিএসএফ যৌথভাবে এই অভিযানে কাজ করবে বলে জানানো হয়েছে। নেশামুক্ত সমাজ গড়তে সকলের সহযোগিতারও আহ্বান জানানো হয় সভা থেকে। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক রাজনবির সিং কাপুর, পুলিশ সুপার অনুপম সিং সহ অন্যান্যরা।

তারাতলা কাণ্ডে মৃত্যু ঘটলো বাসন্তীর ১৬ বছরেরকিশোরের

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাসন্তী, ২৫ জুন ৪ তারাতলার গোডাউন নির্মাণস্থলে ছাদ ধসের মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত্যু হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের রামচন্দ্রখালীর বাসিন্দা ১৬ বছরের সাহিল সর্দারের। পরিবারের দাবি, মামাতে দাদাদের সঙ্গে সংলগ্নভাবে ঘুরতে গিয়েছিল সাহিল। বৃথবার দাদা মোস্তাকিম সহ চারজনদের সঙ্গে তাদের কর্মসূচির ছিল সে। সেই সময় আচমকই নির্মীয়মাণ ভবনের ছাদ ধসে পড়ে। ছাদ ধসে সাহিল-সহ বহু শ্রমিক ও অন্যান্য ব্যক্তি ধ্বংসভূতের নিচে চাপা পড়েন। দীর্ঘক্ষণ ধরে জরুরি অভিযান চালানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় মোস্তাকিম-সহ একাধিক শ্রমিককে এসএসকেএ এম হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ও সাহিলকে আর বাঁচানো যায় নি। এই দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। আর সাহিলের মৃত্যুর এই খবর পৌঁছাতেই বাসন্তীর রামচন্দ্র খালীর বাড়িতে নেমে আসে শোকের ছায়া। পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা শোকে ভেঙে পড়েছেন। অবলােই প্রাণ হারানো এই কিশোরের মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

বাঘের আক্রমণে সুন্দরবনে মৃত্যু ঘটলো এক মৌলের

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাসন্তী, ২৫ জুন ৪ সুন্দরবন সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ঘেরে বাঘের আক্রমণের ঘটনা। পাশে এসে দাঁড়ালো এপিডিআর। মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আক্রমণের শিকার হলেন এক মৌলে। ১১ জন সঙ্গীর সামনেই তাঁকে ঘাড়ে কামড়ে জঙ্গলের গভীরে টেনে নিয়ে যায় বাঘ। ঘটনার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ভীতি ভাবিত বা মৃত কোণও খোঁজ মেলেনি। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার বন গোটা এলাকায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের পশ্চিম হারিকাপুর এলাকার বাসিন্দা ভানু ভক্তা বৈধ মঞ্চল পাস নিয়ে ১১ জন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে কলস তীপ সংলগ্ন জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যান। দলে তিন জন মহিলা সদস্যও ছিলেন। সবাই যখন মৌলটাকের সম্মানে বাস্ত, সেই সময় আচমকই একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ভানু ভক্তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘাড়ে কামড়ে ছলে তাকে গভীর জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যায়। সঙ্গীরা লাঠি হাতে তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও বাঘ বারবার তেড়ে আসায় তারা পিছুিয়ে যেতে বাধ্য হন। পরে বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাপক তদাশি চালান। কিন্তু দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরও ভানু ভক্তার কোনও সন্ধান মেলেনি। আর এই ঘটনায় আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে ভানু ভক্তার পরিবারকে। দক্ষিণ ২৪ জেলা প্রশাসন ও রিএসএফের প্রতিনিধিরা তাঁর দেহ খোঁজা গভীর জঙ্গলে পড়ে গেছে বলে জানা গিয়েছে। প্রতাবেশী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। জানা গিয়েছে, মৃত কৃষ্ণা চৌধুরী পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। তাঁর আরেই চলত সংসার। আচমকা এই দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুতে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছে পরিবার। স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন পরিবারের সদস্যরা। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ভাটপাড়ার পূর্ণাশা এলাকার নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয়দের দাবি, মৃতের পরিবারের পাশে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের দ্রুত দাঁড়ানো উচিত। মৃতের ভাইয়ের বোঁ রেখা চৌধুরী যশোদা দেবী চৌধুরী বসন্তে, জামমরা তো জামতাম না কী হয়েছিল ওইখ নো হঠাৎ ফোন জংলখমুখলকে ববল আমার পরিবারে ছোট ছোট বাজা আছে। কিছু মেন সাহায্য করে। আপনি তো কী করব। একমাত্র আমার স্বামী জোগাড়ারের কাজ করেন। আর যে একটু রোজগার করত তাঁর সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটে গেল দ অপরাধকে, নিহত কৃষ্ণা চৌধুরীর মা যশোদা দেবী চৌধুরী বলেন, তারও দিন কাজে গিয়েছি বেসরিকিজে ছা। এরপর আর কথা বলতে পারলেন না তিনি। এমন ঘটনায় চারিদিকে ক্ষেপেছে ছায়া।

জঙ্গলে উদ্ধার একাধিক ভোটের ও রেশন কার্ড, চাঞ্চল্য

দূরস্বভাবা, ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২৫ জুন ৪ নদিয়ার নাকশিপাড়া থানার বেধুয়াডহড়ী ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধাপাড়া এলাকায় জঙ্গল থেকে একাধিক ভোটের পরিচয়পত্র ও রেশন কার্ড উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বৃথবার রাতে ঘটনাটি সামনে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মধাপাড়ার বাসিন্দা মিচু দাস বাড়ির পাশের জঙ্গলে কাজ করার সময় পরিত্যক্ত অবস্থায় কিছু নথিপত্র দেখতে পান। কাছে গিয়ে সেগুলি পরীক্ষা করে তিনি ভোটের পরিচয়পত্র ও রেশন কার্ড দেখতে পান। পরে বিবয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের জানান। এলাকাবাসীর দাবি, ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৮০ থেকে ৯০টি ভোটের পরিচয়পত্র এবং কয়েকটি রেশন কার্ড উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া নথিগুলির মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়েকজনের নথিও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বেধুয়াডহড়ী ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌমতা বিশ্বাস সাহা। তিনি বলেন, উদ্ধার হওয়া নথিগুলির অধিকাংশই বেধ বনে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। সমস্ত নথি সংগ্রহ করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং ঘটনার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমে। কীভাবে এত সংখ্যক ভোটের পরিচয়পত্র ও রেশন কার্ড জঙ্গলে এসে পড়ল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রশাসনের তরফে ঘটনার তদন্তের দাবি উঠেছে। উল্লেখ্য, ভোটের পরিচয়পত্র ও রেশন কার্ড নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। সেগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হওয়ায় বিস্তারিত নিয়ে এলাকায় নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে দত্তের দিকেই তাকিয়ে স্থানীয়রা।

‘কাটমানি’র অভিযোগে পোস্টে বেঁধে জুতোর মালা পরিয়ে ডিম ছুঁড়ল ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা



দূরস্বভাবা, সুমন আদক, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া, ২৫ জুন ৪ আবাস যোজনায় বাড়ি দেওয়ার নামে ‘কাটমানি’র অভিযোগ, হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে পঞ্চায়েত সদস্যের ভাইকে ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে জুতোর মালা পরিয়ে ডিম ছুঁড়ল ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা। জগৎবল্লভপুর ব্লকের শঙ্করাহাটি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যর ভাইকে এদিন বিঘুতের খুঁটিতে বেঁধে জুতোর মালা পরিয়ে ও ডিম ছুঁয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। পরে পুলিশ গিয়ে তাঁকে আটক করে। অভিযোগ, আবাস যোজনায় ঘর পিছনে দেওয়ার নাম করে কয়েক লক্ষ টাকার কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ওই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। আর সেই ক্ষেত্রেই চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে এদিন। পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে এদিন উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। অভিযুক্তকে নাগালে পেয়ে ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে গলায় জুতোর মালা বুলিয়ে ডিম ছোঁড়ার মাধ্যমে গণবিক্ষোভ দেখা ন গ্রামবাসীরা। আরও অভিযোগ, এলাকায় জলাশয় ভরাট করে চুরিে বড় বিল্ডিং (বাড়ি) তৈরি করা সহ গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পের (১০০ দিনের কাজ) জব কার্ড আটকে রেখেছিল এরা। গ্রামবাসীদের দাবি, কাজ করিয়ে নেওয়ার পরও তাদের জব কার্ড ফেরত দেওয়া হয়নি এবং মামলার টাকাও দেওয়া হয়নি। এদিন খুঁটিতে বেঁধে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতেও ঢড়াও হন। তিনি সেসময় বাড়িতে না থাকায় তাঁর স্ত্রীর সামনেই তুমুল বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। পরের দিন ঘটনাস্থলে পৌঁছা জগৎবল্লভপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে পুলিশ পঞ্চায়েত সদস্যের ভাইকে উদ্ধার করে এবং গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২০৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ১১ আষাঢ়, ১৪৩৩

বিপ্লবী গণেশ ঘোষ

বিনোদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিপিন বিহারী ঘোষ ছিলেন রেলকর্মচারী। পিতার কর্মস্থল ছিল চট্টগ্রাম। সেই সূত্রে তিনি চট্টগ্রাম মিডনিস্যপ্যাল হাইস্কুলে লেখাপড়া করতেন। এই সময় তাঁর বন্ধু অনন্ত সিং-এর মাধ্যমে সূর্যসেন-এর সম্পর্শে আসেন এবং সূর্যসেন-এর অনুপ্রেরণায় তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে স্কুল-কলেজ, চট্টগ্রামের বার্মা অয়েল মিল, স্টিমার কোম্পানি, আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ইত্যাদি ধর্মঘটে সক্রিয় অংশ নেন। জন্ম ১৯২২ সালে কলকাতার বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে (বর্তমানে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) ভর্তি হন। ১৯২৩ সালে বোমা বানানোর অভিযোগে গ্রেফতার হন। কিন্তু সেবার তিনি প্রমাণাভারে মুক্তি পান। ১৯২৪ সালে ভারতরক্ষা আইনে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয় এবং চার বছর বন্দি থাকেন। ১৯২৮ সালে সূর্যসেনের নেতৃত্বে তিনি এবং কয়েকজন কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন। এই অধিবেশনে সূর্যযাচন্দ্র বসু যে বেঙ্গল ডলোন্টিয়ার্স দল গঠন করেছিলেন, তার আদলে সূর্যসেন চট্টগ্রামের দলে তিনি জিওসি হন। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসে নির্বাচিত হওয়ার পর সূর্যসেন ‘বিপ্লবী পরিষদ’ গঠন করেন। এই পরিষদে গণেশ ঘোষ ছিলেন তার পাঁচ সদস্যের অন্যতম সদস্য (অপর সদস্যেরা হলেন সূর্য সেন নিজে, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন ও অনন্ত সিং)। পরে পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলের নাম পালটে ‘ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা’ রাখা হয়। পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযান সংগঠিত হয়। এই অভিযানে গণেশ ঘোষ ছিলেন ফিল্ড মার্শাল। পরে ঘটনাচক্রে তিনি অপর কয়েক জন সঙ্গীর সঙ্গে বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় ২২ এপ্রিল কলকাতার পথে রওনা হন। ফেবী স্টেশনে রেলপুলিশের হাতে বন্দী হলেও তারা পালাতো সক্ষম হন। কলকাতায় আসার পর যুগান্তর দলের সহায়তায় তাঁদের চন্দননগরে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩০ সালের ১ সেপ্টেম্বর চন্দননগরে সংঘর্ষের ঘটনায় অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে গণেশ ঘোষ বন্দি হন। ১৯৩২ সালের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় দণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁকেও সেলুলার জেলে চালান করা হয়। ১৯৪৬ সালে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজনের পর তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) নামে নতুনগঠিত দলটিতে যোগদান করেন। পার্টি নির্বিশ্ব হলে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে তিনি বেলাগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে কলকাতা দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে লোকসভাতেও নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৭০ সালে মাস্টারদা সূর্য সেনের সহকর্মী ও অনুরাগীদের নিয়ে গঠিত ‘বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা’র সভাপতিত্বের ভার গ্রহণ করেন। গণেশ ঘোষ ১৯৯৪ সালের ১৬ আগষ্ট কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। চট্টগ্রাম যুব বিদ্যাহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য না হল গণেশ ঘোষ। তিনি মাস্টারদা সূর্য সেনের পরেই থাকতেন। যদিও রামকৃষ্ণ ছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেনের ডান হাত।

অভিনেতা তুলসী লাহিড়ী

নাট্যকার, অভিনেতা এবং গীতিকার তুলসী লাহিড়ী পরলোকগমন করেন ২২ জুন, ১৯৫৯। ১৯২৯ সালে উদ্ভাদ জমিরূপিন খাকে দিয়ে স্বরচিত দুটি গান গ্রামাফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া (হিজ মাস্টার্স ভায়স) থেকে রেকর্ড করারত তিনি। এরপার থেকেই শুরু হয় তাঁর সুরকার, গীতিকার, পরিচালক ও অভিনেতার জীবন। নাট্যকার রূপে তিনি প্রগতিশীল নাট্যাধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রথম সুর সংযোজনা করেন আর্ট থিয়েটারের ‘স্বয়ম্বর’ (১৯৩১) নাটকে। প্রথম অভিনয় করেন রবীন্দ্র-নাটক ‘চিরকুমার সভার’ চর্যবাবুর চরিত্রে। এছাড়া সুর দেন ‘পোষ্যপুত্র’, ‘মন্দির’ প্রভৃতি নাটকে। ‘যমুনা পুলিনে’ নামে একটি চলচ্চিত্রও পরিচালনা করেন। ১৯৪৬ সালে শ্রীরঙ্গ থিয়েটারে তাঁর প্রথম নাটক ‘দুঃখীর ইমান’ অভিনীত হয়। ১৯৪৭ সালের মে-জুন নাগদ নাটকটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ ও তুলসীবাবুর ‘দুঃখীর ইমান’ সমসাময়িক দু’টি রচনা। কিন্তু আদর্শগত কারণে গণনাট্য সংঘ এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেনি। এটি মঞ্চস্থ হয়েছিল পেশাদার নাট্যমঞ্চে। তাত্ত্বিক দিক থেকে তুলসীবাবু কমিউনিস্ট ছিলেন না। তিনি মানবতাবাদী একটি বিশেষ আদর্শে বিশ্বাস করতেন। যুগের প্রভাবে কৃষক শ্রেণির দৃখ-বেনানা-বিশ্বাসের দিকটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর নাটকে। সুধী প্রধান লিখেছেন, ‘বিজন মার্ক্সবাদ পড়ে যা করতে পারেনি, তুলসীবাবুর না পড়ে তাই করেছেন।’ সেই কারণেই হয়ত শিল্পবাদী এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শোধানবাদী শব্দ মিএর ‘বকরপী’ দলে যোগ দেন তুলসীবাবু। অবস্থানের দিক থেকে তাই তাঁকে গণনাট্য অপেক্ষা নবনাট্য দলের একজন বলতে হয়। ১৯৪৯ সালের ১৬ অক্টোবর তুলসীবাবুর ‘পথিক’ নাটকের মাধ্যমেই বহুজাতীয় যাত্রা শুরু হয়। এই নাটকে কয়লাখনির সাধারণ মজুরদের ধ্বংসের নিচে চাপা পড়ার কাহিনিকে পটভূমি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমরকার কালোবাজারি ও ডাকাত দলের বিরুদ্ধে এক আদর্শবাদী ভববৃত্তকে জাহির করেছেন তিনি , এই লোকটি কোনো দলের লোক নয়, অথচ সত্যের জন্য প্রাণ দিতে পারে। ১৯৫০ সালের ১৭ ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে বহুরূপীর প্রযোজনায় তুলসী লাহিড়ীর ‘ছেঁড়া তার’ নাটকটি অভিনীত হয়। কৃষক জীবনের সাধারণ সমস্যার সঙ্গে মুসলিম সমাজের তালোকে সাময়্য তিনি যেভাবে এই নাটকে উত্থাপন করেছেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। শ্রেণিসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের সৃচনা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল দেনে, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব

ভগিনী নিবেদিতা



ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, দিনের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। দান করা পুণ্য কাজ। যিনি দান করেন তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে গ্রহণ করতে পারেন। মা কালীর দর্শন তিনি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলতেন, বিশ্বমাত্যকে পূজা করতে হবে। বিশ্বমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালো বাসতে হবে।

‘সাংবাদিক কলমে হস্তক্ষেপ নয়’-গৌরকিশোর ঘোষ

রবীন্দ্রকুমার শীল
‘সাংবাদিকদের কলমের ওপরে সরকারি হস্তক্ষেপ নয়’ এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ। এই নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাঁর বহুবার তর্কবিতর্ক হয়েছিল। বহুবার গৌর কিশোর ঘোষকে সংযত হতে বলা হয়েছিল। কিন্তু গৌরকিশোর ঘোষ কারোর কথায় কান দেওয়ারলোকে ছিলেন না। তিনি যেটা মনে করতেন সত্য তাকেই কলমের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতেন। আজকের



যুগে যখন দেখা যায় সরকারি আমলা এবং মন্ত্রীদের সম্মানকে রক্ষা করতে সাংবাদিকেরা কলম ধরে চলেছে সেখানে দেখতে পাওয়া যেত যে সরকারি আমলা এবং মন্ত্রীর গৌরকিশোর ঘোষকে খেঁচলে এড়িয়ে যেতেন। তারা ভয়ে মুখ খুলতেন না। গৌরকিশোর ঘোষকে দেখলে মন্ত্রী, আমলারা ফাইল চাপা দিতেন। গৌরকিশোর ঘোষ ছাড়া পর ছিলেন না। তিনি সত্য সংবাদকে প্রকাশ করতেন একেবারে রঙবন্ড করে। রূপদর্শীর কলমেও সবাই ভয় পেত। কেউই সাহস পেত না কিছু বলার। তার কারণ এমনভাবে সেখানে সরকারকে আক্রমণ করে লেখা হত যে কাকে সঠিক উদ্দেশ্য করে আক্রমণ করা হচ্ছে তার স্পষ্টতা থাকতো না। যদিও সরকার পক্ষ বুঝতে পারতো যে তাদেরকে আক্রমণ করে গৌরকিশো ঘোষ কলম ধরেছেন। গৌরকিশোর ঘোষ এবং বরুণ সেনগুপ্ত যে সময়ে সাংবাদিক জগতে বিরাজ করছেন তখন সাংবাদিকদের একটি বিশেষ সম্মান থাকতো। আজকে তারা ইহজগতে নেই। কিন্তু তাদের পথকে অনুসরণ করে কী কোনও সাংবাদিক মানুষের কাজে লিখে সরকারের দক্ষতরে ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পেরেছে। গৌরকিশোর ঘোষের পাশাপাশি সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত নামও

কোনও লক্ষণই দেখতে পাওয়া যেত না। ভারী ফ্রেমের চশমা, হাফ পাঞ্জাবি বা ফতুয়া, ধূতি পরে চলাফেরা করতেন। গৌরকিশোর ঘোষ তখন সাংবাদিক জগতে একটি অনূতন আইকন বলা যেতে পারে। একাই একটি সংবাদপত্রকে পরিচালনা করার দায়িত্ব বহন করতে কোনও দ্বিধাবোধ করতেন না। প্রতিবাদী লেখা লিখতে তাঁর মতো জুরী ছিলেন বরুণ সেনগুপ্ত। অল্প কয়েক বছরের জন্য ‘আজকাল’ পত্রিকার সম্পাদক হয়ে চলে যান। পরে আবার নিজের পুরানো কাজের ঘরে ফিরে আসেন। কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টারে তখন বসতো সাহিত্য বাসর। সেখানে যোগ দিতেন তরুণ সান্যাল, গৌরকিশোর ঘোষ, পরিমল গোস্বামী, প্রবোধচন্দ্র সেন, সতীকান্ত গুহ সহ আরও অনেকে। সেখানে চলতো সরস আলোচনা। কখনও আবার গুরু গম্ভীর আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। তবে বেশির ভাগ সময়ে রসসমৃদ্ধ আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করতো। রসে বশে বাঙালি। অভিজ্ঞতার অফুরান জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী ছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। জন্ম গ্রহণ করেন আধুনা বাংলােশের যশোরে। ম্যাট্রিক পাশ করেছেন নবদ্বীপের একটি স্কুল থেকে। ইন্টারমিডিয়েটের পর আর শিক্ষালাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি।

১৯৫৩ সালে সাংবাদিকতায় আসার আগে বিভিন্ন স্থানে কাজ করেছেন। জাহাজের খালসি থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক মিস্ট্রি, হোটেলের বয়েরা, নাটকের দলের ম্যানেজার, আবার কখনও করেছেন মাস্টারি। তিনি জগতে সেলাই থেকে চট্টাী পাঠ। ভদ্র সমাজের ভাষায় যেসব একাজ কুজাজ হিসাবে চিহ্নিত সেই বিষয় ছাড়া পর ছিলেন না। সব কাজ তিনি করেছেন নিদ্বিধায়। একজন দক্ষ সাংবাদিক হতে গেলে যা যা গুণ থাকার প্রয়োজন তার সবটাই আমরা দেখতে পাই তাঁর মধ্যে। তাঁর লেখাই তাঁকে সম্মান এনে দিয়েছে। প্রতি লেখার মধ্যে একটি নিমন্ত্রণের দাব থাকতো। একেবারে অন্যদের থেকে আলাদা। মন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারি আমলারা তাঁকে যথেষ্ট সম্মিহ করে চলতেন। দরিদ্র খেত মজুর, কৃষক, শ্রমিকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। সাহিত্য রসিকতাকে সামনে রেখে কীভাবে সবাদ তেরি করা যায় সেই কৌশলটা রপ্ত করেন গৌরকিশোর ঘোষ। পরবর্তীকালে বহু সাংবাদিক তাঁর পালঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁর এই রস সাহিত্য এবং ব্যঙ্গ সাংবাদিকতার জন্য বহু সময়ে সম্পাদককে নীন্দা কথা শুনতে হয়েছে। গৌরকিশোরকে সাবধানে লিখতে বারণ বলে টেলিফোনেও বহু বার্তা এসেছিল সম্পাদকের

‘টেবিল বয়’ থেকে বলিষ্ঠ সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ

অভিজিৎ ব্যানার্জি

সাহিত্যিক এবং সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন ২২ জুন, ১৯২৩। তিনি রূপদর্শী ছদ্মনামে গল্প ও উপন্যাস রচনা করতেন। ১৯৭৬-তে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি ও সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ হলে রূপদর্শী নামে গৌরকিশোর ঘোষ দেশ ও আনন্দবাজার-এ অনেক ঝাঁঝালো লেখা লিখেছিলেন। এসব লেখার কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ১৯৭৫ সালের ‘মিসা’ অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ জন-নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি কারাগারে রাখে। সাংবাদিকদের অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহু নির্যাতন সহ্য করেও নিরন্তর সংগ্রামের রত্নী ছিলেন। মুক্তচিন্তা ও গণতান্ত্রিক চেতনার জন্যে সব মহলে জনপ্রিয় ছিলেন। পোশাক-আশাকে খুবই সাদাসিধে। রসবোধ ছিল প্রখর।

ছিলেন পরোপকারী। তার সাহিত্য বাঙালির বিদম্বা পাঠকদের মধ্যে সাড়া ফেলে। আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি করতেন তিনি। দেশ পত্রিকায় কলাম লিখেছেন। আশির দশকে আজকাল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। তিনি আজকালকে প্রথাগত একটি দৈনিক করতে চাননি। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর খবরকে তিনি নিয়ম করে প্রথম পাতায় কখনও দেননি। আজকাল-এ প্রায়ই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনেই ফাস্ট লিড হিসেবে স্থান পেয়েছে। পত্রিকাভূঁজেই ছিল অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ছড়াছড়ি। সেকালে কলকাতার র‍্যাভানাচ্চা কলামিস্ট অবাঙালি হামদি বে সহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখকের কলাম প্রকাশ করে তিনি চমক সৃষ্টি করেছিলেন। মালিকপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় গৌরকিশোর ঘোষ পরে পত্রিকাটি ছেড়ে দেন। আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষও তাঁকে আবার সম্মানে আনন্দবাজার-এ ফিরিয়ে নেন। দেশ-মাটি-মানুষ ট্রিলজির দ্বিতীয় খন্ড ‘প্রেম নেই’ গ্রামীণ মুসলিম জাতি নিয়ে সুবিশাল রচনা। দেশ পত্রিকায় এই উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বের হয়। এছাড়া ‘সাগিরা মাহাতো’, ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’, ‘আনাকে বলতে দাও’, ‘আমরা যেখানে’, ‘লোকটা’, রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য ইত্যাদি তার অন্যান্য গ্রন্থ। সাগিরা মাহাতো, ভপন সিংহর পরিচা লনায় চলচ্চিত্রায়িতও হয়েছে। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দিলীপ কুমার। গৌরকিশোর সৃষ্ট মজলিশি চরিত্রের নাম ব্রজদা। সাংবাদিকতার জন্যে তিনি ১৯৭৬ সালে দক্ষিণ কেরিয়ার্স ‘কো জয় উক’ স্মৃতি পুরস্কার এবং ১৯৮১

সালে ম্যাগসাসে পুরস্কারে সম্মানিত হন। একই বছর মহারাষ্ট্র সরকারের পুরস্কার, ১৯৯৩ সালে হরদয়াল হারমোনি পুরস্কার, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পুরস্কার পান। তিনি ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে আনন্দ পুরস্কার ও ১৯৮২ তে বঙ্কিম পুরস্কার পান। কলকাতা মেট্রো রেলের নতুন প্রস্তাবিত চিৎড়িহাটা স্টেশনটি গৌরকিশোর ঘোষের স্মৃতিতে রাখা হয়েছে। তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প, রম্যরচনা ও রাজনৈতিক কলাম নিয়ে কয়েক খণ্ডে গৌরকিশোর ঘোষ রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। জন্ম ও তিনি যশোর জেলায় হাট গোপালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক পড়াশোনা করেন শ্রীহট্ট জেলার এক চা-বাগানে। স্কুলের পাঠ নদিয়া জেলার নবদ্বীপে। ১৯৪৫ সালে আইএস-সি পাশ করেন।

স্ট্রী শীলা নবদ্বীপে মাসির বাড়ি বেড়াতে গিয়ে প্রেমে পড় ল চালাচলোহীন দরিদ্র পরিবারের উড়নচণ্ডী ছেলে গৌরকিশোর ঘোষের। একদম টিটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রেম। বাড়ির সকলের সঙ্গে একলা একক্লা লড়াই করে শীলা এক দিন বাধ্য করালো এই অসম বিয়তে মত দিতে। ১৯৫৬, ৮ কী ৯ মে। বাংলার পটিনে বৈশাখ, রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়। তেরিশ বছরের গৌরকিশোর একবস্ত্রে সাতাশ বছরের শীলাকে নিয়ে গেলেন শ্বশুরবাড়িতে তুমুল আলাড়ন ফেলে। এর পর থেকে সবটাই শীলা ঘোষের নিপুণ হাতের জীবনশিল্প। আনন্দ বাজারের গৌরকিশোরের স্বায়ী চাকরির আগে পর্যন্ত অসম্ভব অনটনের সঙ্গে ভয়ংকর লড়াই। তার মাঝেই গড়ে তোলা একটি সংসারের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন, বাঁধাগতর বাইরের মানুষ গৌরকিশোরকে। অন্য দিকে শীলা ঘোষ সেই বিরল স্ত্রীদেব একজন, যিনি তাঁর সাংবাদিক-সাহিত্যিক জীবনের সমস্ত লেখা, ছবি, কাটিং করে সন-তারিখ দিয়ে সংরক্ষণ করে গেছেন। লেখক গৌরকিশোর ঘোষের সমস্ত মানসিক্তির প্রথম অনিবার্য পাঠক ছিলেন তার ‘তুলু’। গল্প-উপন্যাসের দু’প্যারা লিখে তুলুকে পড়িয়ে নিতেন গৌরকিশোর। জীবনের সমস্ত কাজে পরম নিশ্চিন্তি; ‘তুলু আছে’। শ্যামলা। লম্বা। দীর্ঘচুল। লাবণ্যময়ী মুখশ্রী। বড় বড় পাখা-ছাওয়া আকর্ষণীয় চোখ। বরাবরের সাজ সিন্দুরের টিপ। তাতোত শাড়ি। আর একমাত্র অলঙ্কার দু’হাতে দুটি মোটা শাখা। ‘ম্যাগসাইসাই’ পুরস্কার নিতে স্বামীর সফরসঙ্গিনী হন।

পুলিশ কমিশনার টেগার্ট বিপ্লবী বাঘা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সম্মান দেন

শঙ্করলাল কর্মকার

মৃত্যুশয্যায়ুতেও ছিলেন আপসহীন! বাঘা যতীনের বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন চার্লস টেগার্টও। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কিছু নাম আজও কিংবদন্তি হয়ে আছে। তাদের মধ্যে অন্যতম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাকে সারা ভারত চেনে বাঘা যতীন নামে। শৈশব থেকেই নিতীক, সাহসী এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই

তাঁর লক্ষ্য। সালটা ১৯১৫।



যুবকের জীবন কাহিনি এক অনন্য অধ্যায়। কৈশোর বয়সেই এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ। মাত্র একটি ছোট হোরা হাতে তিনি লড়াই করেছিলেন এক প্রবল সৈন্য প্রায় খালি হাতে সেই বাঘকে পরাস্ত করেছিলেন তিনি। এরপর থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয় ‘বাঘা’ উপাধি। দুর্দমনীয় মানসিকতা ও শক্তিশালী দেহের মতই ছিল তাঁর ছিল দুর্দমনীয় মানসিকতা। সরকারি চাকরির নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি সেই পথ বেছে নেননি। বরং অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে যোগ দিয়েছিলেন যুগান্তর দলে। সমস্ত বিপ্লবী শেখ

রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করেন।

চিন্তাপ্রিয় রায়চৌধুরী ঘটনাস্থলেই

শহিদ হন। গুরুতর আহত হন বাঘা

যতীন। তাঁকে বালেশ্বর হাসপা

তালে নিয়ে যাওয়া হয়।

মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও ভেঙে

পড়েননি তিনি। কথিত আছে,

ব্রিটিশ অফিসার চার্লস টেগার্ট তাঁর

তুষ্যা দেখে একগ্লাস জল এগিয়ে

দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই জল

গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

টেগার্টকেও সন্তুষ্ট করেছিল। তিনি

পরে স্বীকার করেছিলেন, ‘He

was the only Bengalee

who died fighting from a

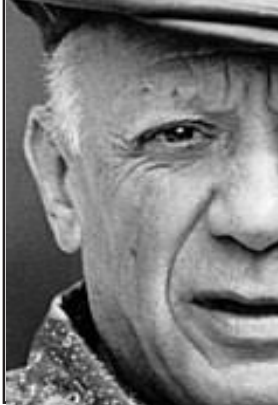
trench. I had to do my

duties– but I have a great

admiration for him.

রাজু পারাল,হাওড়া

পাবলো পিকাসো গ্লু প্রতিভাচানএক শিল্পীর জীবন দর্শন। যোল বছর বয়সে স্পেনেরে মাদ্রিদ শহরে এক চারুশিল্প প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার জিতে নিয়ে প্রতিভার স্মরণ ঘটান তিনি। যা তাঁর সার্বলোর প্রথম স্বীকৃতি। পরে অবশ্য তিনি বার্সেলোনায় চলে আসেন।



সেখানে খুলে ফেলেন একটা আর্ট স্টুডিও। সম্ভ্রাহীন স্টুডিওতে বসে তিনি একে ফেলেছিলেন অজস্র ছবি। নিজের চোখে যা দেখতেন, তাই আঁকতেন। ছবি আঁকার জন্য ঘুরে বেরিয়েছেন শহরের রাস্তায় রাস্তায়, জাহাজ ঘাটায়, ক্যাবা রেতে। রাস্তার কুকুর,ডক - শ্রমিক, বস্তির বারাদনা, গির্জার সম্মাসিনী, অলস নর-নারী, পথচারী র্নাস্ত বৃদ্ধ, ছ্যাকুড়া গাড়ির উৎসাহী চালক হয়ে উঠেছিল তাঁর ছবির বিষয়বস্তু। নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি ছিলেন চির অতৃপ্ত। বলতেন, ‘একজন সত্যিকারের শিল্পী কখনোই তৃপ্ত হতে পারে না। শিল্পীর জীবনে শেষ বলে কিছু নেই। কিংবদন্তি শিল্পী পাবলো পিকাসো জন্ম নেন স্পেনের কাতালান প্রদেশের ‘মালাগা’ শহরে। মায়ের নাম মারিয়া পিকাসো লোপেজ। গোড়ায় পিকাসোর নাম ছিল পাবলো রইজ। মাকে বড় ভালোবাসতেন পাবলো। স্পেনেরে রীতি অনুসারে মায়ের নামও পদবি করা যায়। একটা সময় তিনি পাবলো রইজ পিকাসো সহী করতেন ছবিতে। শেষে নামটা খাটো করে হলেন ‘পাবলো পিকাসো’। বিশ্বে শিল্পকলার বেশ কিছু মহা শিল্পীর জন্মভূমি স্পেন। যেমন - ভেনাসকুজ, এল গ্রেকো, গৌদায় প্রমুখ। পাবলো পিকাসো এদের উত্তরসূরী। পাবলো পিকাসো সর্বকালের অন্যতম মহাশিল্পী। প্রতিদিন কত যে তিনি ছবি ঐক্কেছেন তার হিসেব নেই। লুত চিত্রবর্ন হলও ভান্ধর্ন, ছাপাই - ছবি, চিনা মায়ির বাসন পত্রের নকশা এবং নকশি কাটায় তিনি তার প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। অল্প বয়স থেকেই অঙ্কন

ব্যবহার করতেন নীল রঙ, যা ছিল তাঁর শিল্পী জীবনের ত্রু - পিরিয়ড। এইই মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলতেন করুণ বিমমতা। ছবিগুলি অসহায় নর-নারীর কেবল আলেখ্য



দশ বছর বয়সে শিখেছিলেন চিত্রের ভাষা। পিকাসোর বাবা ছিলেন একটা আর্ট স্কুলের শিক্ষক। তিনি পুত্রের শিল্পের প্রতি আগ্রহ ও প্রতিভা লক্ষ করে আশা করেছিলেন যে তাঁর পুত্র একদিন জগৎ বরণ্য শিল্পী হবে। অল্প বয়সেই ছবি আঁকার কাজে পিকাসো মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন। কথিত আছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তিনি ছবির কথা বলতেন। বেড়ে ওঠার দিনগুলিতে পিকাসো বাবার সহকারী শিল্পী কখনোই কাজ করতেন। চোদ্দ বছর বয়সে পিকাসোর আঁকা অনেক ছবি পৃথিবীর বিখ্যাত আর্ট গ্যালারিতে স্থান পেয়েছিল, যা বিশেষ গৌরবের কথা। নানাবিধ কারণে পিকাসোকে ১৯০১ সাল থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত প্যারিসে কাটাতে হয়। এখানে থাকাকালীন তিনি টুলো, লরে, ভ্যান গগ এবং পদ পগার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হন। নানা সূত্র থেকে নানা পদ্ধতি আয়ত্ত করে, নিজেকে পরমশ্রী করে তোলেন ক্রমশঃ। মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই তাঁর আঁকা ছবিগুলি বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। সে সময়ে সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে তিনি

তাঁর আঁকা ছবি ঘরে রাখা ছাড়া ফ্যাননে হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সময়। ধনী ব্যক্তির লক্ষ টাকা ব্যয় করে তার আঁকা ছবিগুলি কিনে নিতেন তার ড্রয়িংরুমে টাঙিয়ে রেখে নিজেরে ধন্য মনে করতেন। পিকাসো তাঁর দীর্ঘজীবনে প্রায় ২৬, ০৭৫ টি শিল্পকর্মের সৃষ্টি করেছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুকটি-গুয়ের্নিকা, উইমেন অব আলজিয়ার্স , লা রেড, দ্য উইপিং ওম্যান, দ্য ওল্ড গিটারিস্ট ইত্যাদি। শিল্প জগতের বিম্যয় তাঁর আঁকা আর এক বিখ্যাত ছবি‘ সার্কাস ব্লুডন’। ছবিটি যেন বিষমতার একটি প্রতিমূর্তি। ছবিটি আজও শিল্প - জগতের বিম্যয় হয়ে আছে।

১৯৫৫ সালে ফ্রান্স সবচেয়ে বড়ো সম্মান দিয়েছিল পিকাসোকে। প্যারিসের ল্যভুর মিউজিয়মে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল যা হওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। এই মিউজিয়ামে পিকাসোর প্রদর্শনী চলছিল প্রায় তিন মাস। অগণিত দর্শকের ভীড় হয় মিউজিয়ামের ভিতরে ও বাইরে। সে সময়ে পিকাসোর প্রদর্শনী নিয়ে প্যারিসের সংবাদপত্রগুলি মুখরিত হয়ে উঠেছিল। শিল্পী পিকাসোকে নিয়ে দেশ - বিদেশের লেখক, সাংবাদিক ও সমালোচকরা হাজার হাজার পৃষ্ঠক ও প্রবন্ধে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইউরোপে আজ পর্যন্ত যত চিত্রবর্ন জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে তাঁকে নিয়ে। জীবিত কালে তিনি যে পরিমাণ অর্থ ও সম্মান লাভ করেছিলেন তার এক শতাংশও পান নি অনেক বিখ্যাতত চিত্রকর। পাবলো পিকাসো যতখানি শিল্পী ছিলেন, ঠিক ততখানি তিনি ছিলেন একজন কঠোর পরিশ্রমী ও নিরলস কর্মী। তার নিদ্রাঘুনি তিনি রেখে গেছেন দৈর্দ্য হাজার ক্যানভাসে, দশ হাজার লিথো প্রিন্টে, বই এর জন্য আঁকা চৌত্রিশ হাজার ছোট - বড় ছবি আর তিনশো ভাস্কর্য ও সিরামিকের কাছে।একজন শিল্পীর জীবনে এত অজস্র শিল্পসৃষ্টি খুব সোজা কাজ নয়। নব্বুই বছর পর্যন্ত পিকাসো তুলি চালিয়েছেন।

অফবিট

পাথরের স্তম্ভে বাজে সারেগামা! জানুন, হাম্পির মিউজিক্যাল পিলারের অবিশ্বাস্য রহস্য

বিশেষ প্রতিনিধি

পাথরের স্তম্ভে আঘাত করলেই বাজে সারেগামা! শুনতে যেন লোককথা, কিন্তু এটি বাস্তব। দক্ষিণ ভারতের বিটল মন্দির-এর ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা এই পাথরের স্তম্ভগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে বিম্বিত করে চলেছে। হাম্পিপতে অবস্থিত কর্নটিকের বিটল মন্দির। মন্দিরটি অনন্য স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। হামপির বিখ্যাত ভিট্টল মন্দির পঞ্চদশ শতকে নির্মিত হয়। এই মন্দিরটি বিজয় নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায় তৈরি করেছিলেন। তিনি ১৪২২ থেকে ১৪৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। মন্দিরটির প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে পাথরের তৈরি মিউজিক্যাল পিলার। যখন এই স্তম্ভগুলোকে ধীরে আলতো করে আঘাত করা হয়, তখন সেগুলো থেকে সংগীতের সুর ভেসে আসে। যা বাজলে বাদ্যযন্ত্রের শব্দ হয়। হাম্পি ওয়াশ্ট বেরিটেজ সাইট হিসাবে বিখ্যাত। ভগবান বিষ্ণুর একটি রূপ উৎসর্গ করা হয় বিটল রাজাকে। মন্দিরটি ইতিহাস, স্থাপত্য, সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। কীভাবে কঠিন গ্রানাইট পাথর থেকে বেরোয় স্বচ্ছ সংগীতের ধ্বনি? এরকমের আধুনিক প্রযুক্তি দিয়েও যার রহস্য পুরোপুরি ভেদ করা যায়নি, ১৫শ শতকে তা সম্ভব হলো কীভাবে? এই প্রতিবেদনে জানবেন, হাম্পির মিউজিক্যাল পিলার রহস্যের ইতিহাস, বিজ্ঞানসন্মত ব্যাখ্যা, বিতর্ক এবং কেন এটি আজও গবেষকদের কৌতূহলের কেন্দ্রে। কর্ণাটকের ঐতিহাসিক শহর হামপিতে অবস্থিত ভিটল মন্দিরের রঙ্গমণ্ডপে দাঁড়িয়ে থাকা ৫৬টি পাথরের স্তম্ভ আজও সংগীতের সুর তোলে। প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও শব্দবিজ্ঞানের এমন নিখুঁত সমন্বয় বিশ্বের খুব কম জায়গাতেই দেখা যায়। হামপি ছিল শক্তিশালী বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী। চতুর্দশ শতকে প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্য

দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি, শিল্প ও বাণিজ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। বিশেষ করে রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের স্থাপত্যকলায় আসে অতুতপূর্ব উৎকর্ষ ও শৈল্পিক মহিমা। পরবর্তীতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ শাসক রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের শাসনকালে মন্দিরের

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছিল এই বিশেষ সংগীতধ্বনিযুক্ত স্তম্ভসমূহ, যেগুলো আজও প্রাচীন ভারতীয় কারিগরি দক্ষতার এক অনন্য সাক্ষ্য বহন করে। ভিট্টল মন্দিরকে শ্রী বিজয় ভিট্টল মন্দির নামেও ডাকা হয়। এটি ভগবান বিষ্ণুর অবতার ভগবান

ওড়িশার কোণার্ক এবং তামিলনাড়ুর মহাবলিপুরমে। ভিট্টল মন্দিরের পাথরের রথটি আসলে একটি মন্দির, যা অলঙ্কৃত রথের আকারে নির্মিত। এটি গুরুত্বকে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং এর গর্ভগৃহে গুরুড়ের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, গুরুড ভগবান বিষ্ণুর

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা আজ ভগ্নাবশেষে পরিণত, যা একসময় সমৃদ্ধ বাজার ছিল। এই বাজার ঘোড়ার বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং রাস্তার দু’পাশে বিদেশি বণিকদের চিহ্ন খোদাই করা ছিল। মোট ৫৬টি প্রধান সংগীতধ্বনিযুক্ত স্তম্ভ রয়েছে বলে

এটি ‘রেজেন্য্যাল টিউনিং’-এর ফল। নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য, ঘনত্ব ও অনুপাতের কারণে প্রতিটি স্তম্ভ আলাদা ফ্রিকোয়েন্সিতে কম্পিত হয়। আধুনিক অ্যাকুস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এমন নিখুঁত পাথুরে টিউনিং বিরল। আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী, পাথরের নিজস্ব ঘনত্ব ও স্থিতিস্থাপকতার কারণে আঘাতে সাউন্ড ওয়েভ তৈরি হয়। যদি কাঠামো এমনভাবে নকশা করা হয় যে তা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে অনুরণিত হয়, তাহলে স্পষ্ট সুর শোনা সম্ভব। ১৯৫০-এর দশকে বিদেশি গবেষকদের পরীক্ষার উল্লেখ রয়েছে। তবে কোনো নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক রিপোর্টে স্তম্ভ সম্পূর্ণ ফাঁপা বলে প্রমাণিত হয়নি। বরং ধারণা করা হয়-স্তম্ভের অভ্যন্তরীণ মাইক্রো-স্ট্রাকচারই এই সুরের উৎস। এই মন্দির ছিল এক বিশাল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের সময় স্তম্ভগুলোর অনুবর্ণন পুরো মণ্ডপে সাউন্ড অ্যাম্প্লিফায়ারের মতো কাজ করত। অর্থাৎ এটি ছিল এক প্রাচীন ‘আ্যকুস্টিক হল’ ডিজাইন। ১৯৮৬ সালে ইউনেসকো হাম্পিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। প্রায় ২৬ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই ঐতিহাসিক নগরীতে রয়েছে অসংখ্য মন্দির, বাজার, জলাধার ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। হাম্পির মিউজিক্যাল পিলার রহস্য শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের ঐতিহ্য গবেষণার ক্ষেত্রেও একটি অনন্য উদাহরণ। এটি প্রমাণ করে-প্রাচীন ভারতীয় স্থপতি ও কারিগররা গণিত, জ্যামিতি ও সাউন্ড সায়েন্স সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। বর্তমানে মন্দির প্রাক্ষেপ আলোসকজ্ঞার ব্যবস্থা রয়েছে। রাতে আলোর ছটায় এই স্থানটা আরও মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। প্রতিবছর এখানে পুরদর দাস উৎসবেও পালিত হয়। প্রাচীন ভারতের এই অনন্য স্থাপত্য ও প্রকৌশল দক্ষতা আরও বিস্ময় জাগায়। হামপির সংগীতধ্বনিযুক্ত স্তম্ভ আমাদের অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

‘প্রাক্তন মেয়রের সহি আছে, কাউকে ছাড়ব না’

...১ পাতার পর (আয়রন স্ট্রাকচার ফ্রেম্কেটর), শত্ৰুনাথ বেহেরা (বন্দর কর্তৃপক্ষের থেকে লিজ নেওয়া মূল মালিক), দিবাকর ভাণ্ডারী (‘লেবার সাপ্লায়ার’), আব্দুল হামিদ (কলকাতা পুরসভা বা কেএমসি থেকে প্ল্যান পাস করানোর মূল দালাল বা ‘ব্রোকার’। এদিন বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল জমানার পুরসভার অঙ্গপরে চলা সিভিকিটে ও দুর্নীতির জাল ফাঁস করতে এক অত্যন্ত প্রভাবশালী চরিত্রের নাম উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সরাসরি ‘কালী’ ওরফে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তুলে এনে বলেন, কলকাতা পুরসভায় এতদিনে কী হয়েছে আমরা জানি। এই কালীকে ধরলেই বিগত জমানার সব ফাঁস হয়ে যাবে। পুরসভায় এমন কোনও বেআইনি কাজ বা প্ল্যান ছিল না, যা এই ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া হত। উল্লেখ্য, এই কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ‘কালী’ ছিলেন প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ওএসডি। বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে কলকাতা পুরসভার যে কোনও বড় ধরনের নিয়োগ, টেন্ডার বা নির্মাণ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেই অবধারিতভাবে এই কালীর যোগসূত্র সামনে আসত। অতীতে শুভেন্দু অধিকারী যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন, তখনও তিনি পুরসভার এই ‘কালী সিভিকিটে’ নিয়ে বিধানসভায়

সরব হুয়েছিলেন। সেই সময়ে তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বিধানসভার ফ্লোরে দাঁড়িয়ে কালীর হয়ে বলেছিলেন যে, ‘‘কালীকে নিয়ে এত অভিযোগ থাকলে শুভেন্দু সরাসরি তাকে বলতে পারতেন!’’ কাকতালীয়ভাবে, কালী ক্ষমতার পরিবর্তনের পর তারাতলার এই বড়সড় বিপর্যয়ের পর সেই ওএসডি কালীর নামই আবার নতুন করে ফিরহাদ হাকিমের রাজনৈতিক ও আইনি অস্তিত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। তবে কলকাতা প্রাক্তন মেয়র সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে স্পষ্ট বলেন, ‘‘কাতামলা কে, কী দিয়েছে, কোথায় হচ্ছে, আমার জানার কথা নয়। তবে যতদূর জানি, এটা অবৈধ নয়, তদারকির অভাব। মেয়র গিয়ে তো আর তদারকি করতে পারে না। আর মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং কমিটিই এই ধরনের সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়। মেয়রের সহি করাটা আনুষ্ঠানিকতা।’’ বিধানসভায় এই বিষয়টিই তুলে ধরে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, ‘‘সিটি অফ জয়কে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এটা ওদেরই পাপের ফল।’’ এই প্রেক্ষিতেই তাঁর হুঁশিয়ারি, অর্থের বিনিময়ে, কাকতালির বিনিময়ে যত বিল্ডিং প্ল্যান তৃণমূলের সরকার অনুমোদন দিয়েছে সব অডিট না করে কোনও বিল্ডিং এর কাজ এই সরকার করতে দেবে না। আর যারা দেখী তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে, জেলও খাটানো হবে।

ঋণের বোঝা ও ৬০ হাজার কোটির খতিয়ান নিয়ে সরব অর্থমন্ত্রী

....১ পাতার পর দেন তিনি। নতুন সরকারের ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ এবং আগের জমানার ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী একটি বড় দার্শনিক পার্থক্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ছিল ইউনিভার্সাল বা সমজ্ঞানী। সেখানে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মহিলাই টাকা পেতেন, যেমন আমার স্ত্রী-ও তা চাইতে পারতেন। কিন্তু আমাদের অন্নপূর্ণা যোজনা আমরা সেই লক্ষ্যে নিয়েই বসেছি। বেশ সঠিই যদিঁদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাঁরাই পান।’’ এ দিনের জবাবি ভাষণে একমাত্র নতুন পরিকাঠামোগত, শিক্ষা ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের যোগা করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। (১) শিক্ষা ও নারী নিরাপত্তা-হেমতাবাদে একটি নতুন ডিগ্রি কলেজ এবং কলিয়াগঞ্জে মহিলাদের জন্য বিশেষ কলেজ নির্মাণ করা হবে। একই সঙ্গে নারী নিরাপত্তার স্বার্থে সশেষখালিতে গড়ে তোলা হবে একটি স্বতন্ত্র ‘মহিলা থানা’। (২) বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী-রাজ্যে একটি হাই-এন্ড ট্রেনিং প্রাণ্ড আধুনিক বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বাহিনীর ৫০ জন সদস্য মোতায়েন থাকবেন পাহাড়ে, ৫০ জন সদস্যরন এলাকায় এবং বাকি ১০০ জন সমগ্র রাজ্যের সুরক্ষায় কাজ করবেন। (৩) আরজি করের পুনরাবৃত্তি নয়-এই বাজেটের মাধ্যমে সরকার আগামী ৮ মাসের

নাম পরিবর্তন

যদি Md Shamsul Alam, S/O Golam Rasul Saiekh, গ্রাম বারুা কলপাশা, পোা বাবা, নামঃ নকশাট, বিধস্, পশ্চিমবঙ্গে বাসিন্দা। Samsara Began শমরা বোমো য়াহর অঙ্গল নাম Md Shamsul Alam, S/O Golam Rasul Saiekh, যা যাহর বর্গে লিপিবদ্ধ রয়েছে। যাহর মূল শরণপত্রঃ যদি না Shamsul Alam লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৮.০২.২০২৬ তারিখ রব্বানুজ্জট ঐকিত্তিওত মালিকুত্গ লেটের ২১৮০২ সনর ঐকিত্তিওত বস যোগে করি Samsara Began, D/O Md Shamsul Alam and Samsara Began, D/O Shamsul Alam এক এক খতিয়া এক থেকে আমি সব Samsara Began, D/O Md Shamsul Alam নামে পরিচিত হব।

CHANGE OF NAME	CHANGE OF NAME
I, SUROJIT MALAKAR, S/O SWAPAN MALAKAR, RESIDING AT VILL UTTAR NANGLA, P.O. FUTLA,P.S. HABRA, DIST. NORTH 24 PGS. DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAJIT MALAKAR AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGIS-TRATE AT BARASAT VIDE AFFIDAVIT NO.1912 DT. 26.7.2016. SUROJIT MALAKAR AND SURAJIT MALAKAR BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.	I, Indra Bhuiel S/O Late Bahadur Bhuijal residing at Bhandapur Di, PO- Shikarpur 735133,Jalpaiguri West Bengal, do state that my name has been wrongly recorded as Indra Bahadur Khawas and Indra Bahadur Bhuiel (Khawas) in my son Kumar Khawas' academic and other documents. Vide Affidavit no-18663 dated 21 May 2026, sworn before LD Judicial Magistrate(1st Class) at Jalpaiguri, I declare that Indra Bhuiel, Indra Bahadur Khawas and Indra Bahadur Khawas (Bhuiel) are one and the same identical person.

ASHIRWAD STEELS & INDUSTRIES LTD.
 Regd.Office: 6, Waterford Street, 5th Floor, Room NO.506, Kolkata - 700 069 Phone No: (033) 22430372 / (033) 22430378 E-mail : ashirwadsteels@gmail.com > WebSite: www.ashirwadsteels.com
CIN: L51909WB1986PLC040201
NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION
Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Ashirwad Steels & Industries Limited ("the Company") will be held on Thursday, July 23, 2026 at 12:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other audio-Visual Means ("OAVM"), in accordance with the Memorandum of Association, 2013, the applicable MCA circulars and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The electronic dispatch of the Notice convening the 40th AGM and the Annual Report for the financial year ended March 31, 2026 was completed on June 25, 2026 to Members whose email addresses are registered with the Company, the Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or the Depositories. A letter containing the web-link and exact path to the Annual Report is being sent to Members whose email addresses are not registered. A physical copy of the Annual Report will be provided upon request. The Notice and Annual Report are available at www.ashirwadsteels.com, www.bseindia.com and www.evotingindia.com. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting and e-voting during the AGM through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). Remote e-voting will commence on Monday, July 20, 2026 at 9:00 a.m. (IST) and shall not vote again on Wednesday, July 22, 2026 at 5:00 p.m. (IST), after which the facility will be disabled. The voting eligibility cut-off date is Thursday, July 16, 2026. A person whose name is recorded in the Register of Members or Register of Beneficial Owners as on the cut-off date shall be entitled to vote. A person who becomes a Member after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password/sequence number by writing to the RTA at nichetechpl@nichetechpl.com, mentioning the Folio Number or DP ID and Client ID. Members who have voted through remote e-voting may attend the AGM on Thursday, July 23, 2026 at 9:00 a.m. (IST) and vote again. Members attending the AGM who have not voted earlier and are otherwise eligible may vote electronically during the AGM. Attendance through VCO/AVM shall be counted for quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The detailed procedure for remote e-voting, attending the AGM through VCO/AVM and voting during the AGM is contained in the AGM Notice. For assistance, Members may contact CDSL at helpdesk.evoting@cdsindia.com or toll-free number 1800 21 09911, the Company Secretary at csashirwad@gmail.com, or the RTA at nichetechpl@nichetechpl.com. For Ashirwad Steels & Industries Limited
Sd/-
Place : Kolkata
Date : 25.06.2026
Sonal Agarwal
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: ACS 68219

জোড়া ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড ভেনেজুয়েলা!

....১ পাতার পর কাজ শুরু করেছে। এই ডব্যাবহ ট্রায়েজিডির মধ্যেই ভেনেজুয়েলা সরকারকে কাজ একটি জরুরি আদেশন জানিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। দুর্গত সাধারণ মানুষের কাছে যাতে সঠিক তথ্য পৌঁছাতে পারে, তার জন্য সোম্যালি মিডিয়া এবং সমস্ত সংবাদমাধ্যমের ওপর থাকা সরকারি নিষেধাজ্ঞা ও রেনেজ অবিলম্বে তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘‘আগামী কয়েক ঘণ্টা এবং কয়েক দিন সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছেজানো স্বেচ্ছা জীবন-মরনের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। তাই অবিলম্বে কনাতালে (কোনোটেল – দেশের টেলিকম নিয়ামক সংস্থা) –এর উচিত সমস্ত মিডিয়া প্র্যাটিস্ফর্ম আনলক করে দেওয়া। এই কাজে দেরি করার কোনও অজুহাত চলে না।’’ অস্ট্রেলিয়ার সিসমোলজি রিসার্চ

সেন্টারের প্রধান বিজ্ঞানী অ্যাডাম পান্সালে আল জাজিরা-কে জানিয়েছেন, পর পর দুটি বড় মাপের ভূমিকম্প হওয়াটিই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘‘সাধারণত একটি বড় কম্পনের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আড়া একটি সমনামের বড় কম্পন বা ‘ডবল ইভেন্ট’ খুব একটা দেখা যায় না। প্রথম কম্পনে যে বাড়িগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, দ্বিতীয় কম্পনটি সেগুলিকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। ফলে তীব্রতা মারাত্মকভাবে অ্যাম্প্লিফাই বা বৃদ্ধি পেয়েছে।’’ বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, ১৯৬৭ সালে কারাকোরসর কাছে হওয়া ঐতিহাসিক ভূমিকম্পের (যেখানে শয়ে শয়ে মানুষের মৃত্যু হয়েছিল) চেয়েও এবারের ক্ষয়ক্ষতির খণ্ডিনা অনেক বড় হতে চলেছে। ধ্বংসাত্মকের মাঝে এখন শুধুই স্বজনহারানোদের হাহাকার আর বাঁচার লড়াই।

পশ্চিমবঙ্গেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনতে চায় শুভেন্দুর সরকার

....১ পাতার পর রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বক্তব্য, শতাব্দীপ্রাচীন উপজাতীয় প্রথা ও সাংবিধানিক অধিকারকে অক্ষয় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাবিত বিলেও পাহাড় ও জঙ্গলবহুলের কিছু বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রচলিত রীতি-নীতি এবং সাংবিধানিক সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হতে পারে। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিল পেশের সময়ই স্পষ্ট হবে। অসমে ইউসিসি বিল নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক শেরম্যান আলি আহমেদ অভিযোগ করেছিলেন, আইনের কিছু ধারা ইসলাম ধর্মের ব্যক্তিগত আইন ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। যদিও শিবিবাই রোধ এবং বহুব্রহ্মদেহ নিয়ন্ত্রণের মতো কয়েকটি ধারাকে তিনি সমর্থনও করেছিলেন। কংগ্রেসও অসম বিধানসভায় বিলটি

সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি তোলে। তাদের অভিযোগ, ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে সরকার সংবিধানশীলতা দেখাননি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, পশ্চিমবঙ্গে ইউসিসি বিল পেশ হলে তা নিঃসন্দেহে রাজ্যের অন্যতম বড় রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠবে। বিজেপি একে নারীর অধিকার, সমান নাগরিক আইন এবং সুশাসনের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরবে। অন্যদিকে বিরোধীরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘুদের অধিকারকে সামনে রেখে এর বিরোধিতা করতে পারে। তবে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের মতে, অভিন্ন দেওয়ানি আইন কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, বরং সব নাগরিকের জন্য একই দেওয়ানি আইন নশিওর করা সাংবিধানিক উদ্যোগ। সেই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গেও এবার আইন প্রণয়নের পথে এগোচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী সরকার।

‘তদন্তে গা-ছাড়া মনোভাব দেখাচ্ছে সিবিআই’, আরজি কর মামলায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

....১ পাতার পর জানিয়েছে, তাঁরা বক্তব্য লিখে রেখেছেন। এরপরই তদন্তে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, ‘‘সিবিআই এই মামলায় গা-ছাড়া মনোভাব দেখাচ্ছে। চার্জশিট দাখিলের পর ১ বছর ৭ মাস কেটে গিয়েছে। তদন্ত কবে শেষ হবে? তাহলে এই মামলা আমরা সিবিআইয়ের হাত থেকে নিয়ে নিছি। আর নির্দেশে এটাও লিখব যে সিবিআইয়ের অধিকারিকরা প্রতি আশ্রা রাখছেন। আশা করছেন যে তাঁরা সঠিক তদন্ত করবে। তবে, এক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পুরানো কোনও তদন্তকারী অধিকারিক নবগঠিত সিটে থাকবেন না। মামলার পরবর্তী স্তাননি রয়েছে ৬ আগস্ট।

সিটকে দেওয়া। সেটাই আপনারা বুঝতে পারছেন না? আপনারা আপনাদের সহকর্মীদের প্রতি এত সহানুভূতিশীল?’’ এরপরই তদন্ত সিআইডির হাতে দেওয়ার বিষয়ে সওয়াল করেন তিলোত্তমার পরিবার। আদালতে তাদের দাবি, সিবিআই না পারলে মামলা সিআইডিকে দিয়ে দেওয়া হোক। তবে, বিচারপতি শম্পা সরকার সিবিআইকে আধিকারিকদের তদন্তে আশ্রা রেশেছেন। আদালতে বিচারপতি জানিয়েছেন, তাঁরা সিবিআইয়ের অধিকারিকদের প্রতি আশ্রা রাখছেন। আশা করছেন যে তাঁরা সঠিক তদন্ত করবে। তবে, এক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পুরানো কোনও তদন্তকারী অধিকারিক নবগঠিত সিটে থাকবেন না। মামলার পরবর্তী স্তাননি রয়েছে ৬ আগস্ট।

‘সিট’ গঠন

....১ পাতার পর সস্তায় খাটানো হচ্ছিল, সেই আসগার হোসেনও এই দুর্কটিনায় মারা গিয়েছেন। তবে আসগারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ২টি গুরুতর ফৌজদারি মামলা রুজু ছিল। এই আসগারের বিশ্বস্ত ডানহাত হিসেবেই সাইটে দাপিয়ে বেড়াত ধৃত গুলজার। লালবাজারের গোয়েন্দারা দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে তল্লাশি চালাতে গিয়ে এক মারাত্মক ও নজিরবিহীন প্রশাসনিক গাফিলতির হদিশ পায়োছেন। আফিজনাল সিপি (ক্রীম) কুশাল আগরওয়াল স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই মেগা প্রজেক্টের কনস্ট্রাকশন সাইটে নিয়ম মেনে শ্রমিকদের হাজিরা বা নাম নথিভুক্ত করার কোনও ‘রেজিস্টার খাতা’ বা মাস্টার রোল মেইনটেন করা হত না। রেজিস্টার খাতা না থাকার কারণে, দুর্ঘটনার সময়ে ঠিক কতজন শ্রমিক ওই ৫ তলা পরিকাঠামোর ভেতরে ও ছাদের ওপরে কাজ করছিলেন, সেই বিষয়ে পুলিশের কাছে এখনও কোনও স্পষ্ট বা সঠিক তথ্য নেই। ফলে ধ্বংসাত্মকের তলায় আরও কতজন নিখোঁজ বা চাপা পড়ে রয়েছেন, তা নিয়ে ধন্দ কাটছে না। এই বেআইনি নিয়মের নকশা এবং ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা জানতে ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভা-র কাছে সমস্ত অফিশিয়াল নথিপত্র ও জরুরি তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে লালবাজারের এই নতুন ‘সিট’।

‘বিয়ে ভেঙে দিতে চেয়েছিলাম, কেতনই রাজি হয়নি!’ পুনের ঘটনায় পুলিশি জেরায় বিস্ফোরক দাবি সিয়ার

সংবাদ সংস্থা, পুনে, ২৫ জুনঃ পুনের ২৫ বছর বয়সি রিয়লে এস্টেট ব্যবসায়ী কেতন আগরওয়ালে লোহাগড় দুর্গের পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে পুনের ঘটনায় এবার চাক্ষল্যকর মোড়া পুলিশি হেফাজতে জেরার মুখে এক বিস্ফোরক দাবি করল মূল অভিযুক্ত তথা কেতনের বাগদত্তা ২০ বছরের সিয়া গোয়েলা। পুনে গ্রামীণ পুলিশের জেরা চলাকালীন সিয়া দাবি করেছে, কেতনের সঙ্গে এই বিয়েতে সে একেবারেই খুশি ছিল না এবং সে নিজে এই এনগেজমেন্ট ভেঙে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও কেতন নাকি এই সম্পর্ক ও বিয়ে প্রকৃতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তদন্তকারী অফিসারদের সিয়া জানিয়েছে, সে কেতনকে পরিস্কার বলে দিয়েছিল যে সে এই সম্পর্ক আর টানতে চাইছে না এবং বিয়েটা যেন বাতিল করা হয়। কিন্তু কেতন সেই আপত্তিকে পাত্তা দেননি। অবশ্য পুলিশের অনুমান অন্য। তদন্তকারীরা আগে থেকেই সন্দেহ করছিলেন যে, চেতন সম্পর্কের কারণেই সিয়া বাড়ি থেকে ঠিক করে দেওয়া এই বিয়েটা করতে চাইছিল না। এক পুলিশ আধিকারিক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সমাজ এবং পরিবারের সম্মানের কথা চিন্তা করে চেতনের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কোনও পথ খোঁজা ছিল না সিয়ার কাছে। আর সেই কারণেই সে কেতনকে চিরতরে সরিয়ে



দেওয়ার এই ভয়ঙ্কর চক্রান্ত করে। ছেলের মৃত্যুর পর এখন গভীর অনুশোচনায় পুড়ছেন কেতনের বাবা বিশাল আগরওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, গত ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের এনগেজমেন্টের পর কেতন ও সিয়া প্রায়ই দেখা করতেন, ঘুরতে যেতেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই সিয়ার বেশ কিছু আচরণে তাঁর খটকা লাগতে শুরু করে। বিশাল আগরওয়াল বলেন, ‘‘মাঝে মাঝেই কেতন সিয়াকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করত। ও আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিল বিয়ে দেওয়ার জন্য জেরা দে। বিশাল আগরওয়ালের কথায়, ‘‘সিয়ার বাড়ির লোক

বিষয় নিয়ে সিয়ার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার কথাও বলেছিল। কেতন খেয়াল করেছিল যে সিয়া তারাক্ষণ কোনো ব্যস্ত থাকত। এমনকি ও একবার আমাদের কাছে চেতন টোখুরীর নামও উল্লেখ করেছিল এবং সন্দেহ প্রকাশ করেছিল যে ওদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে।’’ মৃত বাবসারীর বাবা আরও জানান, সিয়ার বয়স মাত্র ২০ বছর হওয়ায় তাঁরা বিয়েটা কিছুদিন পিছিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সিয়ার বাবা-মা-ই তড়িঘড়ি বিয়ে দেওয়ার জন্য জেরা দেন। বিশাল আগরওয়ালের কথায়, ‘‘সিয়ার বাড়ির লোক

আমাদের বুঝিয়েছিল যে কেতনের মতো এমন ভাল পাত্র তাঁরা তাঁদের মেয়ের জন্য খুঁজে পাবেন না। তাই যেন বিয়েটা তাড়াহুড়ি দেওয়া হয়।’’ ১৮ জুন সিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে লোহাগড় দুর্গে ঘুরতে গিয়েছিলেন কেতন। ঘটনার পর সিয়া পুলিশকে জানান, ছবি তুলতে গিয়ে প্রবল হাওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে খাদে পড়ে যান তাঁর হুু স্বামী। সেই ব্যানারে ভিত্তিতে প্রথমে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়। কিন্তু তদন্তে একধিক অসঙ্গতি সামনে আসতে শুরু করে। সন্দেহ হয় পুলিশের। আর্থিক বিষয় থেকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক-সব দিক খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। সেই সময়ই চেতন টোখুরির সঙ্গে সিয়ার সম্পর্কের কথা সামনে আসে। মামলা মোড় নেয় অন্যদিকে। কেতনের বাবা বিশাল আগরওয়ালের দাবি, ১৪ জুন একই দুর্গে গিয়ে তাঁর ছেলেকে ধাক্কা দিয়েছিলেন সিয়া। তবে কেতন যোগ্য আপত্তিও প্রাণে বেঁচে যান। পরে সিয়া নাকি সাপ দেখার অজুহাত দিয়ে ঘটনাটি অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেন। সে কথা কেতন পরিবারকে জানিয়েছিলেন। প্লান এ কাজ না করার, প্লান বি নিয়ে হুক কষা শুরু করেন সিয়া। ১৮ জুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। জানা গেছে, প্রেমিক চেতন আগেই দুর্গে পৌঁছে গিয়েছিলেন। পরে নির্জন জায়গায় সিয়া ও চেতন মিলে কেতনকে প্রায় ৪০০ ফুট গভীর খাদে ফেলে দেন।



২০২৭ বিশ্বকাপের স্বপ্ন কি অধরাই থাকবে?

আগরকর-গম্ভীরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নেই রোহিত

মুম্বই, ২৫ জুনঃ রোহিত শর্মার চোখে ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন এখনও অটুট। তবে সেই বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে তাঁর জায়গা হবে কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর এখন শুধুমাত্র একদিনের ক্রিকেট খেলছেন ভারতের এই তারকা ব্যাটস। কেরিয়ারের শেষ দিকে এসে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন নিয়েই এগোতে চান তিনি। কিন্তু সেই পথ মোটেও সহজ নয়। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং নির্বাচকরা ইতিমধ্যেই ২০২৭ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোহিত শর্মা'কে এখনও সেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার নিশ্চিত সদস্য হিসেবে দেখা হচ্ছে না। দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ায় হতে চলা ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলতে বন্ধপরিকর রোহিত। তবে বোর্ড ও নির্বাচক কমিটি অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক ভাবে এগোচ্ছে। শুধু রোহিত নন, বিরাট কোহলির ক্ষেত্রেও কোনও বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। নির্বাচকদের মূল নজর এখন ক্রিকেটারদের বর্তমান ফর্ম, ফিটনেস এবং নিয়মিত ভালো পারফরম্যান্সের দিকে। অতীতের সাফল্য বা বড় নামকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।



তবে সম্প্রতি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সেরািয়ে ৭৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে আবারও নিজের সামর্থ্য দেখিয়েছেন রোহিত। সেই ইনিংসের পর তাঁর সমালোচনাও অনেকটাই কমছে। এখন রোহিতের সামনে রয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। এই সিরিজে তাঁর প্রতিটি ইনিংস খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কারণ ভালো পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্টকে বোঝাতে হবে যে তিনি এখনও দেশের জন্য বড় মঞ্চে সফল হওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ২০২৭ বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সময় রোহিতের বয়স প্রায় ৪০ বছর হবে। আর সেই কারণেই অনেকের মনে প্রশ্ন উঠছে, তিনি কি সেই সময় পর্যন্ত নিজের ফিটনেস ও পারফরম্যান্স এগুই ভাবে ধরে রাখতে পারবেন? জানা গিয়েছে, আগামী দেড় বছরে রোহিতের খেলা এবং ফিটনেসই টিক করবে তাঁর ভবিষ্যৎ। নির্বাচকরা তাঁর প্রতিটি পারফরম্যান্স নজরে রাখছেন। যদিও এখনও অন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের একদিনের ক্রিকেটের ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ভালো জায়গাতেই রয়েছেন রোহিত। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর এবং প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বে থাকা টিম ম্যানেজমেন্ট আপাতত ২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় রোহিতকে নিশ্চিত ভাবে ভাবছে না।

দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে প্রথমবার নকআউটে উঠে দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস

সংবাদ সংস্থা, মন্টেরি (মেক্সিকো), ২৫ জুনঃ নক আউট নিশ্চিত করতে শ্রেফ ড্র করলেই চলত দক্ষিণ কোরিয়া। ফেভারিট হিসেবেই ম্যাচ শুরু করেছিল তারা। তলানিতে থেকে গ্রুপের শেষ রাউন্ড শুরু করা দক্ষিণ আফ্রিকা উপহার দিল দারুণ চমক। 'এ' গ্রুপের ম্যাচে মন্তেরেই স্টেডিয়ামে ১-০ গোলের স্মরণীয় জয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে পৌঁছে গেল তারা। ৬৩তম মিনিটে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়া গোলটি করেন থাপেলো মাসেকো। ম্যাচের ৬৯ শতাংশ সময় বল নিজেদের কাছে রেখেও আসল কাজটি করতে পারল না দক্ষিণ কোরিয়া। ঢেকিয়ার বিপক্ষে দারুণ জয়ে আসর শুরু করা এশিয়ার দলটি পরের দুই ম্যাচেই হেরে গেল একই ব্যবধানে। তাদের সব আশা অবশ্য শেষ হয়নি। তৃতীয় স্থানধিকারী দলগুলোর একটি হিসেবে পরবর্তী পর্বে খেলার সুযোগ আসতে পারে এখনও। মন্তেরেইতে বল নিজেদের কাছে রাখার লড়াইয়ে দক্ষিণ কোরিয়া যোজন যোজন এগিয়ে থাকলেও গোলে শট ও লক্ষ্যে রাখার ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল দ্বিগুণ এগিয়ে। গোলে ১৪টি শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখে তারা। কোরিয়ানদের সাত শটের দুটি ছিল লক্ষ্যে। দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ সাজায় দলের সবচেয়ে বড় তারকা ও অধিনায়ক সন হিউ-মিনকে বাইরে রেখে। বিশ্বকাপে টানা ১২ ম্যাচ পর শুরুর একাদশে জায়গা পেলেন না কিনি। বিশ্বজুড়ে সংবাদমাধ্যমে বেশ বিদ্যায় ছড়ায় কোরিয়া কোচের সিদ্ধান্ত। আগের দুই ম্যাচেই অবশ্য বেশ বিবর্ণ ছিলেন ৩৬ বছর বয়সী তারকা। দ্বিতীয়ার্ধের



শুরুতেই তাকে মাঠে নামান কোচ। তবে খুব বেশি প্রভাব রাখতে পারেননি। ম্যাচের শুরুতে যদিও দক্ষিণ আফ্রিকাকে কাঁপিয়ে দেয় দক্ষিণ কোরিয়া। বল ধরে রেখে দাপট তুলে করে তারা। দ্বিতীয় মিনিটেই কর্নার থেকে ফাঁকায় পেয়ে হেড করেন কিম মিন-জো। তবে অগ্নে মদিবার পায়ে ব্লক হয়ে যায় তা। একটি পর বক্সের ভেতর থেকে লি গাং-ইনের জোরাল শট একদম জ্ঞান বাইরে দিয়ে চলে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা ধীরে ধীরে ম্যাচে ফিরে আসে এবং ১৯তম মিনিটে প্রায় গোল করেই ফেলেছিল। গ্রু বল ধরে ক্রতগতিতে এগিয়ে যান মাসেকো, কিন্তু লি-গি-ইউক শেষ মুহূর্তে দুর্দান্ত ট্যাকল করে তা রুখে দেন। এরপর গোলরক্ষক কিম সেউং-গিউ চমৎকার ডাবল সেভ করেন। প্রথমে তিনি খালেটে একবাখার বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া জোরাল শট ভাইত দিয়ে রুখে দেন। তবে বল পড়ে সামনেই, যেখানে অপেক্ষায় ছিলেন এভিডেলস মাখোপা। তার বাঁ পায়ের শটও মুঠায় জমান কোরিয়ার গোলকিপার। দ্বিতীয়ার্ধে মাসেকো এক দক্ষায় বল নিয়ে দারুণভাবে বক্সে ঢুকে শট নিলেও তা ব্লকড হয় রক্ষণ দেয়ালে। একটি পর আর তাকে আটকানো যায়নি। বক্সের ভেতর বল পেয়ে সামনের ডিফেন্ডারের পায়ের ফাঁক দিয়ে জোরাল গড়ানো শটে গোলকিপারকে পরাস্ত করেন তিনি। সেই গোল শোধ করার ভেমন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি দক্ষিণ কোরিয়া। আগে তিন দক্ষয় বিশ্বকাপ খেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আয়োজকও ছিল ২০১০ আসরে। কোনোবারই গ্রুপ পর্ব উত্তরাতে পারেনি তারা। এবার খুলে গেল ইতিহাসের দুরার।

ফিরলেন নেইমার! ভিনির জোড়া গোলে নকআউটে ব্রাজিল

সংবাদ সংস্থা, ফ্লোরিডা, ২৫ জুনঃ কয়েক দিন ধরেই মায়ামিতে অঙ্কুত এক গুঞ্জন। এক ব্রাজিলীয় ভবিষ্যদ্বক্তার দাবি, স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের ম্যাচ চলাকালীন স্টেডিয়ামে নাকি ভিত্তাহের প্রাণীরা নেমে আসবে! আজ শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভেমন কিছু হয়নি। তবে মাঠে নেমে স্কটল্যান্ডকে ছিন্নভিন্ন করল ব্রাজিল। জোড়া গোলে নায়ক সেই ভিনিসিয়াস জুনিয়র। একটি গোল যোগ করলেন মাতেউস

হারিয়ে দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ বত্রিশে মরক্কোও। যার মানে, স্কটল্যান্ডের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হল গ্রুপ পর্বেই। ম্যাচের প্রথম দশ মিনিটেই স্কটল্যান্ডকে চাপে ফেলে দেয় ব্রাজিল। নবম মিনিটে স্ট্র ম্যাককেনার ভুল কাজে লাগান রায়ান। বল কেড়ে ভিনি জুনিয়রের সামনে বাড়িয়ে দেন তিনি। গোলরক্ষক অ্যান্ড্রাস গান এগিয়ে এলেও তাঁকে কাটিয়ে সহজেই বল জালে পটান রিয়াল মাদ্রিদ

বাতিল হয়। তাতেও ব্রাজিলের দাপট কমেনি। কোণ্টাসা স্কটল্যান্ড প্রথমার্ধে একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ। প্রথমার্ধের শেষ দিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ব্রাজিল। মাঝমাঠ থেকে বল কেড়ে আক্রমণ গড়ে তোলেন ক্রনো গিমারায়েস। তাঁর নিখুঁত ক্রস থেকে হেডে দ্বিতীয় গোল জুনিয়রের। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ পুরোপুরি একতরফা। আবারও আক্রমণ সাজান গিমারায়েস। তাঁর পাস থেকে গোল করেন



কুনহা। ৬-০ ব্যবধানে জিতে গ্রুপের শীর্ষে থেকেই শেষ বত্রিশে উঠল কার্লো অ্যাসোলোভির দল। দিনের বড় খবর, দীর্ঘ তিন বছর পর ব্রাজিলের ম্যাচগেতে বিশ্বকাপে ফিরলেন নেইমার। মায়ামি স্টেডিয়ামে ৬৪,৪৭৮ দর্শকের সামনে শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় ব্রাজিল। সাত পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নকআউটে উঠল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। অন্য ম্যাচে হাইতিকে ৪-২ গোলে

তারকা। এটি চলতি বিশ্বকাপে তাঁর চতুর্থ গোল। টানা তিনটি গ্রুপ ম্যাচেই গোল করলেন তিনি। গোলেন্দন বুটের দৌড়ে কিলিয়ান এমবাপে ও আর্লিং হলান্ডের সমতায় পৌঁছে গেলেন। সবার উপরে অবশ্য পাঁচ গোল করা লিওনেল মেসি। আজ প্রথম গোলের কিছুক্ষণ পর আবারও বল জালে জড়ান ভিনি। তবে ভিডিও সহকারী রেফারির পর্যবেক্ষণে আক্রমণ গড়ার সময় ফাউলের প্রমাণ মেলায় গোল

মাতেউস কুনহা। বিশ্বকাপে তিন নম্বর। স্কটল্যান্ড কিছু সেট-পিস পেলেও অ্যালিসনের গোলে কার্যত কোনও চাপ তৈরি করতে পারেনি। ব্রাজিল বলের দখল, গতি এবং আক্রমণ-তিন বিভাগেই সম্পূর্ণভাবে এগিয়ে। ম্যাচের সবচেয়ে বড় হাততালি অবশ্য গোলের জন্য নয়। পেলেন নেইমার জুনিয়র। বদলি হিসেবে মাঠে নামার সময় তাঁর নাম ঘোষণা হতেই গোটা স্টেডিয়াম দাঁড়িয়ে স্বাগত জানায়।

কাতারকে বিদায় করে নকআউটের জোর আশায় বসনিয়া-হার্জেগোভিনা

সংবাদ সংস্থা, সিয়াটল, ২৫ জুনঃ সিয়াটলে বুধবার রাতে 'বি' গ্রুপের শেষ রাউন্ডে স্নায়ুচাপের ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতছে বসনিয়া। আলবেরগোভিনেস গোলের পর, আত্মঘাতী গোলে আরও পিছিয়ে পড়ে কাতার। কিছুক্ষণ পর একটি গোল শোধ করেন হাসানা। তবে শেষ দিকে তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর আশা শেষ করে দেন এর্লিন মাহমিচ। তিন ম্যাচে ১০ গোল খেয়ে, ১ পয়েন্ট নিয়ে বিদায় নিল কাতার। ৪৮ দলের এই বিশ্বকাপে ১২টি গ্রুপের প্রথম দুটি দল এবং সেরা আটটি তৃতীয় দল নিয়ে হবে নকআউটের প্রথম ধাপ। ৪ পয়েন্ট পাওয়ায় এই আট দলের একটি হওয়ার ভালো সম্ভাবনা আছে বসনিয়ার। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের নকআউটে খেলার আশায়, ম্যাচের শুরুটাও দারুণ করে বসনিয়া। প্রথম হাইড্রেন্স ব্রেকের পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই গোলে এগিয়ে যায় তারা। ৪২তম মিনিটে বাঁ দিক থেকে সতীর্থের পাস গোলমুখে পেয়ে পড়ে যাওয়ার আগমুহূর্তে টোকায় ব্যবধান কমান ফরয়ার্ড হাসানা। নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট বাকি থাকতে, প্রতিপক্ষের রক্ষণের দুর্বলতাও সুযোগে ব্যবধান বাড়ায় বসনিয়া। ডি-বক্সে কয়েকবার সুযোগ পেয়েও বল ক্লিয়ার করতে পারেনি কাতার, আলগা বল পেয়েই জোরাল শট নেন মিডফিল্ডার মাহমিচ, গোলরক্ষকের গায়ে জালে জড়ায়। শেষ বাঁশির পর, কোচ সের্গেই বার্বাসের ছিল দারুণ উচ্ছ্বসিত। সবকিছুই যেন ইঙ্গিত দেয়, বিশ্বকাপের নকআউটের দারুণ সম্ভাবনাই দেখছেন তারা।

সংবাদ সংস্থা, আঙ্কুভার, ২৫ জুনঃ ম্যাচ শেষে দুই দলের ছবিটা ছিল একবারে আলাদা। সুইজারল্যান্ডের ফুটবলাররা উদযাপনে মেতে। অন্যদিকে কানাডার ফুটবলাররা হতাশ হয়ে মাঠে বসে। কারণ, ঘরের মাঠে গ্রুপ সেরা হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। যদিও কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বদলে যায় আরহ। পরাজয় সত্ত্বেও প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশে জায়গা নিশ্চিত করে নিরাশার মধ্যে ইতিহাস গড়ার আনন্দে গা বাড়ায় দিলে ওঠে কানাডা টিম। ভান্সুভারের বিসি প্লেসে ২-১ গোলে জিতে গ্রুপ 'বি'-র শীর্ষস্থান দখল করল সুইজারল্যান্ড। সাত পয়েন্ট নিয়ে তারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন। সমান সাত পয়েন্ট থাকলেও গোল পার্থক্যে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে কানাডা। নকআউটে উঠলেও গ্রুপ সেরা হওয়া হল না আয়োজকদের। শেষ বত্রিশে লস অ্যাঞ্জেলেসে খেলবে কানাডা। আর সুইজারল্যান্ড নিজেদের পরের ম্যাচে নামবে ভান্সুভারেই।

প্রাক্রিয়াতে বদলের সম্ভাবনা। ট্রাম্প সরাসরি ট্রফি তুলে দেবেন বিজয়ী অধিনায়কের হাতে। ফুটবলমহলের একাংশের মতে, বিশ্বকাপের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী মুহূর্তে এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা আরও বেড়েছে গত বছরের ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনালের অভিজ্ঞতার কারণে। সেই ম্যাচের পর ট্রফি প্রদানের সময় মঞ্চেরই রয়ে যান ট্রাম্প। চেলসি অধিনায়ক রিস জেমস ট্রফি তুললেও তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে থাকলেও গোল পার্থক্যে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে কানাডা। নকআউটে উঠলেও গ্রুপ সেরা হওয়া হল না আয়োজকদের। শেষ বত্রিশে লস অ্যাঞ্জেলেসে খেলবে কানাডা। আর সুইজারল্যান্ড নিজেদের পরের ম্যাচে নামবে ভান্সুভারেই।



প্রাক্রিয়াতে বদলের সম্ভাবনা। ট্রাম্প সরাসরি ট্রফি তুলে দেবেন বিজয়ী অধিনায়কের হাতে। ফুটবলমহলের একাংশের মতে, বিশ্বকাপের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী মুহূর্তে এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা আরও বেড়েছে গত বছরের ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনালের অভিজ্ঞতার কারণে। সেই ম্যাচের পর ট্রফি প্রদানের সময় মঞ্চেরই রয়ে যান ট্রাম্প। চেলসি অধিনায়ক রিস জেমস ট্রফি তুললেও তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে থাকলেও গোল পার্থক্যে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে কানাডা। নকআউটে উঠলেও গ্রুপ সেরা হওয়া হল না আয়োজকদের। শেষ বত্রিশে লস অ্যাঞ্জেলেসে খেলবে কানাডা। আর সুইজারল্যান্ড নিজেদের পরের ম্যাচে নামবে ভান্সুভারেই।

শেষ পর্যন্ত লড়ল হাইতি! ৬ গোলের থ্রিলার জিতে নকআউটে মরক্কো

যেন মরণ কামড় দিতে নেমেছিল হাইতি! বিশ্বকাপ থেকে আগেই ছিটকে যাওয়া দলটি প্রথমার্ধে এগিয়ে গেল দুইবার। ঘুরে দাঁড়াল মরক্কোও। বিরতির পর আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ লড়াই হলো তুমুল। বদলি নামার আট মিনিট পর মরক্কোকে এগিয়ে নিলেন সুফিয়ান রাহিমি। শেষ দিকে ব্যবধান বাড়ালেন গেসিমে ইয়াসিন। স্বস্তির জয়ে উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে উঠল গত আসরের সেমি-ফাইনালিস্টরা।

সংবাদ সংস্থা, আটলান্টা, ২৫ জুনঃ দু'বার পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি মরক্কো। অভিজ্ঞতা আর ধৈর্যের জোরেই শেষমেশ খেলা খোরাল আফ্রিকার দল। হাইতিকে ৪-২ গোলে হারিয়ে নাম লেখাল বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশে। তবে তাতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া গেল না। সমসংখ্যক সাত পয়েন্ট পেলেও গোল পার্থক্যে এগিয়ে থেকে শীর্ষস্থানে ব্রাজিল। গ্রুপের রানার্স হিসেবেই নকআউটে উঠতে হল মরক্কোকে। শেষ বত্রিশে গ্রুপ 'এফ'-এর শীর্ষ থাকা দলের মুখোমুখি হবে মরক্কো। সেই গ্রুপে এখনও জাপান, নেদারল্যান্ডস ও সুইডেনের মধ্যে প্রথম স্থান নিয়ে লড়াই চলছে। অন্যদিকে, বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেলেও হাইতি এই ম্যাচে দেখিয়ে দিল, তারা বিনা যুদ্ধে মাঠ ছাড়তে জানে না। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল। দাপট হাইতির। ১০ মিনিটেই এগিয়ে যায় তারা। জোসুয়ে কাসিমির বল ধরে রেখে ডান দিকে বাড়িয়ে দেন জ্য-কেভিন দুভেনকে। তাঁর ক্রস থেকে লেনি জোসেফের ব্যাকফ্ল ইয়াসিন বোনোর গায়ে লেগে জালে ঢুকে যায়। পিছিয়ে পড়ে বলের দখল পুরোপুরি ছিনিয়ে নেয় মরক্কো। একের পর এক সুযোগ তৈরি হলেও ১৫ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নামা



ঠেকালেও ফিরতি বলে সবার আগে পৌঁছে গোল করেন অধিনায়ক আশরাফ হাকিমি। সমতা ফিরলেও তার আয়ু খানিক্ষা। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে আবারও এগিয়ে যায় হাইতি। জ্য-কেভিন দুভেনের পাস থেকে

মরক্কো। মাঝমাঠ থেকে সোফিয়ান আমরাবাত বল বাডান হাকিমিকে। ডান দিক থেকে তাঁর ক্যাট-ব্যাক কাজে লাগিয়ে সহজেই গোল করেন ইসমাইল সাহিবরি। চলতি বিশ্বকাপে হাইতি। জ্য-কেভিন দুভেনের পাস থেকে

স্টাইলিকার। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের গতি কিছুটা কন্ট্রোল ও আক্রমণ শানাতে থাকেন হাকিমিরা। হাইতির রক্ষণও শেষ পর্যন্ত চাপ সামলাতে পারেনি। ৭৮ মিনিটে প্রথমবারের মতো এগিয়ে যায় মরক্কো। কর্নার থেকে ক্লিয়ার করা বল বক্সের মধ্যে পেয়ে কাছ থেকে জালে জড়ান বদলি হিসেবে নামা সোফিয়ান রাহিমি। সংযুক্ত সময়ে আসে ম্যাচের শেষ গোল। হাইতির ফুটবলাররা ভেবেছিলেন বল গোললাইন পেরিয়ে গিয়েছে। খেলা থামিয়ে দেন তারা। কিন্তু রাহিমি ভুলের ফায়দা নিয়ে ফাইনাল পাস বাডান। ফাঁকা জালে বল জড়াতে ভুল করেননি ২০ বছরের গেসিম ইয়াসিন। এই বিশেষ গোলাটি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ভিডিও সহকারী রেফারির পরীক্ষা চলে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, পুরো বল গোললাইন পার হয়নি। ফলে গোল বৈধ ঘোষণা করা হয়। দুই ম্যাচে কোনও পয়েন্ট না পেলেও শেষ লড়াইয়ে মরক্কোকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চাপে রাখে হাইতি। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পর বিশ্বকাপে ফিরে তারা বিদায় নিল টিকই, কিন্তু লড়াই করার মানসিকতা দেখিয়ে আলাদা ছাপ রেখে গেল। অন্যদিকে সাত পয়েন্ট নিয়ে নকআউটে উঠলেও মরক্কোর গ্রুপের শীর্ষস্থান দখল করা হল না।



পুরুলিয়া অযোধ্যা পাহাড় ভ্রমণের
একমাত্র ভরসাযোগ্য ও নিরাপদ ঠিকানা



গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট

Vill : Tilaitanr, PO.: Kadampur, PS : Arsha, Beside Tilaitanr Water Tank, Ajodhya, Purulia, pin : 723201

১. প্রাকৃতিক নিরিবিলি পরিবেশ আধুনিক ব্যবস্থা যুক্ত কটেজ থাকার ব্যবস্থা।

১. অতিথিদের জন্য দেশী মুরগি, দেশী খাসির মাংস, পছন্দসই চাইনিজ আইটেম, বাঙালি খাবার পাওয়া যায়।

৩. গাড়ি- পিক আপ, সাইট সিংং, ড্রপ এর ব্যবস্থা আছে। সং ও অভিজ্ঞ ড্রাইভার গাইড করেন।

৪. স্থানীয় সংস্কৃতি - ছৌ নাচ, আদিবাসী নাছ, পাতা নাচ এর ব্যবস্থা আছে।



8334826975/9875658238 gitanjaliforestretreat@gmail.com

CHECK IN: 10:00 AM & CHECK OUT: 9:00 AM

দূরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত সেনাবাহু কর্তৃক সত্যজগৎ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম ভল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Alok Kumar Naskar & Printer by Chitya Deb Nath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata. Editor: Alok Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com